শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ। জয়তি।

দুর্লভসার গ্রন্থ।

শ্রীযুক্ত লোচনদাস মহানুভব কর্ত্তৃক

বিরচিত।

শ্রীবিশ্বম্ভর চন্দ্রের আদেশানুসারে

প্রকাশিত।

কলিকাতা

শ্রীঅরুণোদয় ঘোষদ্বারা সংশোধিত হইয়া চিৎপুর রোড

শোভাবাজার ২৮৫ নং বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত।

১২৭৯

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

দুর্লভসার-গ্রন্থ।

ভক্তিপ্রেম মহার্ঘ্যরত্ননিকরৈ স্ত্যাগেন সন্তোষয়ন্, ভক্তান্ ভক্তজনাভিনিষ্কৃতি-বিধৌ পূর্ণাবতীর্ণঃ কলৌ। পাষণ্ডান্ পরিচূর্ণয়ন্ ত্রিজগতাং হুঙ্কারবজ্রাঙ্কুরৈঃ, শ্রীমন্ন্যাসীশিরোমণি র্বিজয়তাং চৈতন্য রূপ প্রভুঃ ॥ ১ ॥

জয়তি জয়তি দেবঃ শ্রীশচীগর্ব্ভ জন্মা,
জয়তি জয়তি ভক্তি প্রেমদানৈক ধর্ম্মা।
জয়তি জয়তি মেরুস্পর্দ্ধি গৌরাঙ্গধামা,
জয়তি জয়তি ধন্য কৃষ্ণচৈতন্য-নামা ॥ ২ ॥

স্খলন্ পশ্যন্ পতিত যবনোম্লেচ্ছ চণ্ডালমূর্খ, সত্যং সত্যং ঝটিতিলভতে প্রেমরত্নং পবিত্রং ॥ ৩ ॥

শ্রীরাগঃ।

এক নিবেদন করোঁ শুন সর্ব্বজন। বাচাল করয়ে গোরা গুণে মুকজন॥ কহিতে কহিতে নাহি জানি নিজ পর। যে উঠয়ে তাহার লীলা উঠয়ে ডর॥ সব অবতার সার চৈতন্য গোসাঞিও। এ হেন করুণা নিধি আর কেহ নাঞিও॥ কৃষ্ণ বিনু আর কেহ নাহিক ঈশ্বর। সত্য কিবা ত্রেতা কলি আর যে দ্বাপর॥ এক মাত্র সেই প্রভু নাম মাত্র ভেদ। লোক বুঝাবারে কহে নানামত বেদ॥ যত যত অবতার সেই সব যুগে। করুণা কারণ ছোট বড় বলে লোকে॥ চৈতন্য গোসাঞিও এই করুণাতে বড়। তেঞিও অবতার সার কবি বলি দড়॥ হেন অবতার কিছু না বুঝিল লোকে। অমৃত চাকিল যেন রহে ক্ষুদ্র পোকে॥ খায় মাত্র স্বাদু পায় না জানি কি খায। কেবা দিল কোথা পাইল কারে না সুধায়॥ কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন বলি মাত্র না জানয়। কীর্ত্তন কি বস্তু কিবা করিল উপায়॥ আমি সব জানি বলি কারে না সুধায়। লোটাঞা না পড়ে যাঞা ভক্তজনার পায়॥ এতেক বলিযে সেই না জানে মরম। কি করিল গৌরচন্দ্র কীর্ত্তন করণ॥ অতি অপরূপ কথা কহিতে বিস্তার। উৎকলে যাহার ভক্তিযোগের প্রচার॥ বুদ্ধি অনুমানে আমি যে কহিয়ে শুন। অধম বলিয়া ঘৃণা না করিহ মন॥ পদ্মপুরাণোক্ত

এক শুনিয়াছি শ্লোক। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিরুপম তাহি দেখ ॥

তথাহি।

নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য রসবিগ্রহ।
পূর্ণশুদ্ধোনিত্য মুক্তোঽভিন্নাত্মানামনামিনো ॥

কৃষ্ণ নাম চিন্তামণি কীর্ত্তন বিগ্রহ। রসের বিগ্রহ চৈতন্য রূপ অনুগ্রহ ॥ নাম আর নামি দুই বিগ্রহ অভিন্ন। দুই এক রূপ তেঞি বিগ্রহ সম্পূর্ণ ॥ আর যত অবতার তাবে বিধি সরস। স্বভাব না হয় কহে বেদমত যশ ॥ কলিযুগে আপনে লয নাম আপনার। আপনাকে বহি ধর্ম্মাধর্ম্ম নহে আর ॥ মায়াবরহিত যিনি শুদ্ধ গৌবচন্দ্র। কেবল করুণা রস বিগ্রহ স্বতন্ত্র ॥ আব অবতার যত অংশ কলা লিখি। পরিনামে স্বতন্ত্রং তার সাখি ॥ কৃষ্ণ আর গৌরচন্দ্র পূর্ণ দুই দেহ। কলিযুগে দ্বাপবেতে একই বিগ্রহ ॥ বিগ্রহ বলিয়ে মাত্র এই দেহ সত্য। তেকারণে পুরাণে লিখিয়ে যেই নিত্য ॥ পঞ্চভৌতিক দেহ সকল সংসার। ভৌতিক বিহনে নহে প্রকৃতি আকার ॥ ভৌতিক স্বভাবে করে ইন্দ্রিয়জ কর্ম্ম। ইন্দ্রিয় স্বভাবে করে যার যেই কর্ম্ম ॥ ঈশ্বর বিগ্রহ এই নাহি দুঃখ শোক। নির্লিপ্ত করিয়া সেই বলে সর্ব্ব লোক ॥ নির্লিপ্ত শরীরে নাহি পূজার আধিক্য।

ইন্দ্রিয় শুশ্রূষা পূজা করে ভক্তলোক॥ এইত কারণে ভক্ত মানুষ বিগ্রহ। বৈষ্ণব রূপ প্রভু লোক অনুগ্রহ॥

তথাহি।—অনুগ্রহায় ইত্যাদি।

দেহের স্বভাব দুঃখ সুখ লাভালাভ। পূজাপরিগ্রহে বুঝায় ভক্তজনার ভাব॥ পূজা পরিগ্রহ করে প্রাকৃতে কহেন। ইন্দ্রিয় স্বভাবে করে নাহি দোষ গুণ॥ মুক্ত কবি যাতে মুক্তি কহিযে পুরাণে। নিত্য মুক্ত বিগ্রহ এইত কারণে॥ কীর্ত্তন বিগ্রহ আর এ রস বিগ্রহ। দুই এক পূর্ণ দেহ লোকে অনুগ্রহ॥ কীর্ত্তন পরম রসে প্রবেশিয়া গত। রসে প্রবেশিয়া যাবে সঞ্চারে পশ্চাত। বুদ্ধি অনুমানে জীব ভজয়ে কীর্ত্তন। কীর্ত্তন স্বভাবে হয় তার তেন মন। কীর্ত্তন করযে যদি বেদ বিধি ভজে। নাম লয় ফল চায় স্বধর্ম্ম না ত্যজে॥ দান ব্রত তপ ধর্ম্ম কর্ম্ম পরায়ণ। নিষ্ঠা শান্তি পর সেই ভজে নারায়ণ॥ বিষ্ণু ভক্তি করে যেই বৈষ্ণব বলি তারে। তার নাম নাহি লিখি ভকত ভিতরে॥ নাচে গায় নাম লয় নাহি জানে আন। সেই প্রভু ভজে তবু ভক্ত নহে নাম॥ যত পরিশ্রম করে দেহে দেয ক্লেশ। সেই তস্বভাবে ফলভোগভুঞ্জে শেষ॥ যে না ভুঞ্জে পাপ ভয়ে তাই ভুঞ্জে দুন। আপন নিমিত্তে ভজে প্রভুব

চরণ ॥ প্রভু সেবা করে সুখ চাহে আপনার। প্রভু সুখে সুখী নহে সেবা করে কার ॥ নিজ সুখে সুখী সেই আপন সেবক। প্রভু সুখে সুখী হয় ভকত রসিক ॥ ভকত ভজনা করে প্রভুর নিমিত্তে। নিজ ভাল মন্দ বলি নাহি জানে চিত্তে ॥ কি বিধি অবিধি যত বলিয়াছে বেদ। সকল করয়ে পুনঃ নাহি করে ভেদ কৃষ্ণবিনু বিধিকে অধিক করি মানে। বিধি অবিধি হয় যদি করে কৃষ্ণ জ্ঞানে॥ নাম পুনঃ গায় সেই কীর্ত্তন বিলাসে। কৃষ্ণ সুখ অনুমোদে কৃষ্ণের আবেশে ॥ সর্ব্ব জীবে দয়া তার নাহি নিজ পর। প্রভুর অধিক মানে ভকত সকল ॥ ভকত শুশ্রূষা করে সেই প্রভু জ্ঞানে। সেই এই এক দেহ জানিয়া মরমে ॥ সম্ভাব স্বভাব পূজা করে বিধিমতে। কৃষ্ণ পরসঙ্গ বিনা না পারে থাকিতে ॥ প্রভু সুখ দুঃখ জানে নিজ অনুমানে। শকতি করিতে পারে যতেক পুরাণে ॥ ভয় নাহি করে নিজ ভাল মন্দ বলি। প্রভুর নিমিত্তে আর উপেক্ষে সকলি ॥ নিরপেক্ষ হয় পুনঃ সাপেক্ষ বাহিরে। সাপেক্ষ করবে যত নাহিক অন্তরে ॥ আপনার দোষ দেখে সর্ব্বজনে গুণ। সম্ভাব গৌরব করে নাহি অভিমান ॥ সর্ব্বেন্দ্রিয় পূজা করে না হয় তৎপর। পূজা করি মাগে এই কৃষ্ণভক্তি বর ॥ তার মনে নাহি লাগে ধরম বিচার। এইত কারণে পতিব্রতা নাম তার ॥ তার সম ত্রিজগতে কার অধিকার। কৃষ্ণবিনু তার মনে নাহি

জানে আর ।। আর কি কহিবে কৃষ্ণে সমর্পিবে সব। দেহের স্বভাবে যত হয় লাভালাভ ।। সর্ব্ব ভাবে ভজে তেঞিঃ বলিয়ে সে ভক্ত। বিশেষে কহিব সে রসিক অনুরক্ত।। রসের বিগ্রহ ভজে কীর্ত্তন বিলাস। রসা-বেশে রস অভিনব পরকাশ।। শ্রীকৃষ্ণে পিরিতি করে এ মমতা ভাব। নাম গুণ শ্রবণে বাড়য়ে অনুরাগ।। রাগাদি সম্ভব যত দেহের স্বভাব। কৃষ্ণে সমর্পিয়া সব ঘুচায় সন্তাপ।। দেখিলে সে জীয়ে সেই না দেখিলে মরে। তেকারণে শ্রীমূর্ত্তি পরকাশ করে'। রসিক নাগরী যেন কামে উনমতা। রসিক নাগর সনে রমণে ব্যগ্রতা।। নিজ অঙ্গ দিয়া পূজা ভজন তাহার। সব সমর্পিয়ে তাহা জাতি কুলাচার।। ছাড়িল না হয় যেই নিজ বন্ধুজন। কৃষ্ণের নিমিত্তে তার সহে কুবচন। কৃষ্ণ আজ্ঞা করিয়া করয়ে ব্যবহার। কৃষ্ণবিনু তিলেক না রহে জীউ তার।। মৎস্য যেন সব অবয়ব আছে দেহ। এ জীউ পরাণ পঞ্চভূতময় সেহ।। তথাপি সে জলবিনে না জীয়ে তিলেক। পরাণ থাকিতে জল জীউ করিলেক।। এই মত কৃষ্ণবিনু নাহি জানে আন। নিজ প্রাণ প্রাণ নহে কৃষ্ণ তার প্রাণ।।

তথাহি শ্রীভাগবতে প্রহ্লাদ বচনং।

হরির্হি সাক্ষাদ্ভগবান্ শরীরিণা,

মাত্মাবাসনো মিবতোর্যমিচ্ছতাং।

হিত্বামহান্তং যতিসজ্জতেগৃহে,
তদামনুত্বং বয়সাদম্পতীনাং ॥

নিজ অঙ্গ ভূষা করে কৃষ্ণ দেহ স্মরে। আপনে না লয় সুখ কৃষ্ণ সুখে করে ॥ নিজ অঙ্গ ভূষা করে কৃষ্ণ ভূষা পায়। নিরবধি কৃষ্ণ তার আছয়ে হিয়ায় ॥ নিজ প্রভু আর কৃষ্ণে এক করি দেখে। দেখিলেহ জীবে তেঞি দেখে পরতেকে ॥ রসিক জনের কথা নিগূঢ় সহজে। কহিলে না বুঝে কেহ রসিক সে বুঝে॥ প্রাকৃত জনের হেন আচরণ তার। কৃষ্ণের ভকতি করে বেদান্তের পার ॥ দেহের স্বভাবে করে ভকতি সাধক। মাযা বলি পুনঃ ভাবে জগতের লোক ॥ ঐছন নিগূঢ় কথা বুঝিব কেমনে। হেন অধিকারি বন্ধু আলি কৃষ্ণ সনে ॥ রসভক্তি নাম এই পিরিতি প্রথম। দ্বিতীয়ে কহিব প্রেম শুন সর্ব্ব জন ॥ পিরিতি করয়ে কৃষ্ণ করয়ে মমতা। ঈশ্বর বলিয়া ভাব নাহিক ব্যগ্রতা ॥ মাতা পিতা যেন স্নেহ করে ইহলোকে, পুত্র অধীন গুরু বলে আপনাকে ॥ ঐছন পিরিতি কৈল এ নন্দ যশোদা। আঁখি আড় নাহি করে মোহন মুগধা ॥ পুত্র স্নেহে নিরন্তর হৃদয় বিকল। সভাবে ব্যগ্রতা করে ভয় অমঙ্গল ॥ বৃদ্ধা পরবীণ যত দেখে গোয়ালিনী। সভার চরণ ধুলি কৃষ্ণে দেয় আনি ॥ স্তুতি করি কহে কিছু সেই যশোদেবী। বর মাগে

মোর পুত্র হউ চিরজীবী ।। বিঘ্ন বিনাশন করে ঔষধ স্বমন্ত্র । নিজ মুখোচ্ছিষ্ট দেই সেই পরতন্ত্র ।। যেই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর সর্ব্ব বিঘ্ন হন্তা । তার বিঘ্ন ঘুচাবারে করে সেই চিন্তা ।। দেব শিরোমণি কৃষ্ণ যশোদা তার দাসী । কেমন করয়ে ভক্তি কেমন পারাবাসী ।। পিরিতি ভকতি কথা কহনে না যায় । যবে উপজায় ভাব ভকত কৃপায় ।। প্রাণের অধিক করি করে পুত্র স্নেহ । সকল করয়ে সেই নাহি দেয় দেহ ।। পুত্র স্নেহে ভজে সেই এ নন্দ যশোদা । প্রেমে সমর্পয়ে দেহ ভাগ্যবতি রাধা ।। প্রেমায় বিহ্বল মন আবেশ উন্মাদে ক্ষণেকে ঈশ্বর হয় তাহার বিচ্ছেদে ।। সেই অভিনয় করে উভ বান্ধে চূড়া । অঙ্গ আচ্ছাদয়ে তার পুলক পাছোড়া ।। বিহ্বল হইয়া কান্দে ডাকে উভরায় । ভাবের আবেশে লজ্জা পরিহরি যায় ।। পুত্র বলি পিরিতি করয়ে নিজ স্বতে । কি লাজ তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতে ।। পর বলি জার সন্ধে ভজে যে রমণী । তার নাম লইতে তারে কহয়ে কুবাণী ।। কুল শীল লাজ ভয় খায় সব আগে । প্রেমের স্বভাবে সে আরতি অনুরাগে ॥ গুরুজন পরিজন গৃহ ব্যবহার । পাছু না গণয়ে লোক ঘোষয়ে খাকার ।। ইহলোক পরলোক তুকুল নৈরাশা : সকল ছাড়য়ে কৃষ্ণ সুখ প্রতি আশা ।। প্রেমের স্বভাব আর করে যত যত । অবিধি করয়ে যেই লোক বেদমত ।। সেই বেদে বলে যারে সংসার

করিয়া। ছাড়িলে অবিধি বলে কি কবি বুঝাঞা।। অমায়ায যেই জন বলে ভজিবাব। মাযা ছাডি দেহ কোথা আছয়ে সংসাব॥ ইন্দ্রিয় স্বভাব কবে যাব যেই ধর্ম্ম। কৃষ্ণবিনু হৈলে তাব হয় নিজ কর্ম্ম।। কৃষ্ণে সমপিতে পদ না রহে আপনে।* এ কথা কেমনে জানে জীবেব পবাণে॥ না বুঝিযা নানা মত কবয়ে বাখান। কর্ম্ম কবি সমর্পিব এ তার গেয়ান।। বিধি কবি সমর্পিব অবিধি কি হউ। দেহেব স্বভাব সে কেমনে ছাড়ি যাউ।। অবিধি স্বভাব ধর্ম্ম বিধি সে আহার্য্য। দেহ ধবি নাহি যায দেহেব যে কার্য্য।। আনে করি আনে দেই নাহি লাগে গায। দেহেব স্বভাব দেহে ছাডন না যায।। ছাডিলে না যায এই দেহেব যে কর্ম্ম। আপন উপায কহি ছাডে দুই ধর্ম্ম। কি বিধি অবিধি দুই অযত্ন কবিতে। দোষ গুণ কবি দুই না লইবে চিতে। গুণে না কবিব যত্ন এডাইতে নাবি। আপনে উপজে দোষ কি হউ তাহাবি।। যতেক কবিয়া বাহ্য বলিযে এতেকে। মবম না জানে ব্যাখ্যা কবে সর্ব্বলোকে।। বুদ্ধি অনুমানে বলে যেই মনে লয়। সামান্য মানুষ তাবা তাহাই ঘোষয।। সহস্রেক মধ্যে এক জানযে মরম। সর্ব্বজন বলে তাব কবে কু কবম।। আপনাকে বুদ্ধিমন্ত কবিযা বাখানে। পরিণামে অনুভব কিছু নাহি জানে।। অনুভব মর্ম্ম ব্যাখ্যা আব ব্যাখ্যা বাহ্য। অনুভব না জানে বাখানে সর্ব্ব বাজ্য।। বাহ্য ব্যাখ্যা

যেই সব সংসারির মত। রসিকে সে লয় অনুভাবের সম্মত॥ সভার নিগূঢ় ভাব ভক্তির বিচার। তৃতীয়ে কহিব প্রেম বিশেষ আছে আর॥ শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ রাধা প্রকৃতি আকৃতি। বিদ্যমান পাঞা করে এ ভাব আরতি॥ সর্ব্বকাল বিদ্যমান নহে প্রভু সেহ। পুরুষ কেমনে করে প্রকৃতি সে লেহ॥ সাক্ষাত অভাবে সেই করয়ে শ্রীমূর্ত্তি। তাহা আরোপিয়া সব নিজ প্রেম আর্ত্তি॥ সমর্পণ করি তারে আপনার ধর্ম্ম। লয় কি না লয় তার কেবা জানে মর্ম্ম। এতেকে বলিয়ে সেই সাক্ষাতে পরক্ষ। কেমনে বুঝিব ইহার প্রেম গৌণ মুখ্য॥ দোহেঁ এক বুদ্ধি হয় দোহেঁ বিদ্যমান। দোহে করে দোহাঁকার মরম গেয়ান॥ দোহেঁ বসে বিদগধ রূপে গুণে সম। তবে সে উপজয়ে সহজ ভক্তি প্রেম॥ কহিতে বিষম কথা ভকতি প্রেমের। রাধা বিনে প্রেম ভক্তি না হয় আনের॥ রাধার স্বভাব ভাব অনুসার যেহ। তাহারে তেমন প্রভু করয়ে সে লেহ॥

অত্র প্রমাণং।

গোপীভাবেন যে ভক্তা মামেব সমুপাসতে।
ততোঽধিক প্রিয়োনাস্তি সত্যং২ বদাম্যহং॥

এই অধিকারী তার তেমন হয় সব। রাধার সমান তার হয় অনুভব॥ পরক্ষ হইয়া তারা সাক্ষাত

সকল। অনুভবে জানি ইহা কহিতে বিরল।। ব্যাসে কহিল উদাহরণ তাহার। প্রতীত করহ হিয়া সেই অনুসার।।

তথাহি।

ভক্তিযোগেন মনসিসম্যক্‌প্রণিহিতেনমে।
অপশ্যৎপুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াং।।

ভক্তি যোগে সুনির্ম্মল মন হয় যবে। প্রভুকে দেখয়ে সে ভকত জন তবে।। মায়াহ দেখয়ে তার নির্ম্মল শরীর। কেমনে দেখয়ে হই কহ সব ধীর।। মায়াহ দেখয়ে তার ভাব অপাশ্রয়া। ইহা বলি কি বুঝায় কি বুঝিলে ইহা।। প্রভু দেখে ইহা বড় আর কিবা আছে। মায়া না দেখিলে কার কি হইল পাছে।। কেবা দেখিয়াছে প্রভু অর অবসানে।। মায়া কিবা বস্তু মায়া দেখিলে কেমনে।। ব্যাসোদিত বলি সভে বলি সত্য সত্য। নহিলে কেমনে ব্যাস কহিল কবিত্ব।। ইহা বলি শ্লোক ব্যাখ্যা করি সর্ব্বজনে। শ্লোক ব্যাখ্যা বুঝি এই প্রেম আচরণে।। যে জানে সেই, সে জানে যার অনুভব। কহিতে না জানে সেই আর কি কহিব।।

অপরঞ্চাপি।

পশ্যন্তি তে মে রুচিরাণ্যম্ব সন্তঃ,
প্রসন্নবক্ত্রারুণ লোচনানি।

দিব্যানিরূপাণি ববপ্রদানি,
সাকংবাচং স্পৃহনীযা বদন্তি ॥ ৮ ॥
তৈর্দর্শনীয়াবয়বৈরুদার,
বিলাসহাসেক্ষিত বামস্থক্তৈঃ।
কৃতাত্মনো 'সৎপ্রাণাংশ্চ ভক্তি,
রনিচ্ছতোপিগতি মন্নিযুঙ্ক্তে ॥ ৯ ॥

প্রভুব বচন সেই শুন সর্ব্বজন। সাবধানে শুন শ্লোক ছাড়ি আন মন॥ প্রসন্ন বদন আব অরুণ লোচন। দিব্যরূপ সনে মোবে দেখযে সে জন। অমাযা শবীর যার প্রেমে ভজে মোবে। সে জন আমাবে দেখে সুন্দব শরীবে॥ ববদ স্বভাব যার বচন লোভন। হেন রূপ দেখে মোব জগত মোহন॥ হাস বিলাস রসময মোর দেহ। বসদৃষ্টি সমেতে দেখযে মোব সেহ॥ সে রূপ হেবিল যাব এ জীউ পবাণ' মুক্তিপদ নাহি চায এই তাব ধ্যান॥ ঐছন আমাব ভক্তি হবহুঁ তাহাবে॥ অনিচ্ছায অন্যগতি প্রয়োজন প্রকাবে॥ কহত ভকত কত আছে পৃথিবীতে। কে দেখিল ভগবান এ রূপ সহিতে॥ হাস বিলাস বস কমনীয দেহ। কেমনে দেখিল কেবা সহিল সে লেহ॥ অক্ষব ব্যাখ্যান কবে না জানযে তত্ত্ব। প্রভুব বচন বলি বনযে মহত্ত্ব॥ না চাহিলে মুক্তি যদি দেই সেই ভক্তি। নির্ম্মলা বলিয়া

নাম বলি কোন যুক্তি ॥ ভক্তি করি ভক্তি ইচ্ছি মুক্তি নাহি ইচ্ছি। সেই ভক্তি মুক্তি দেই কেন নাহি বাঞ্ছি॥ এতেকে বলিয়া শ্লোকেব না জানি মরম। অক্ষর ব্যাখ্যানে নাহি ভকতি° ধরম॥ প্রেম ভকতি যেবা অনুভবে জানে। শ্লোক পাঞা অনুভব জানে মনে মনে॥ অনুভব বিনা নাহি জানে ভাগবত। অক্ষর ব্যাখ্যান করে সকল জগত॥ প্রেম ভক্তি কথা আমি কি কহিতে জানি। কীট পতঙ্গ বলি আমাছাবে গণি॥ হেন ভক্তি প্রকাশিলা চৈতন্য ঠাকুব। লখিমী অনন্ত যার নিরবধি ঝুর॥ ব্রহ্মা মহেশ্বর যাব কবে অন্বেষণ। নারদ প্রহ্লাদ শুক কবয়ে ভাবন॥ হেন ধর্ম্ম প্রকাশিল চৈতন্য গুণবন্ত। ঘরে ঘবে বিলসই ধবম তুবন্ত॥ ঐছন করুণ প্রভু কভু নাহি করে। যত অবতার চারি যুগের ভিতরে॥ যুগে যুগে অবতার ধর্ম্ম বুঝাবারে। ধর্ম্ম না বুঝিয়ে লোক এ তুঃখ অন্তবে॥ কৃষ্ণবিনু নাহি কবে যত ধর্ম্ম কর্ম্ম। প্রার্থনা করয়ে যদি সমর্পয়ে ব্রহ্ম॥ অধর্ম্ম ধরম হয় কৃষ্ণে সমর্পিলে। ধবমাধরম নহে সার্থক কবিলে॥ বিধি অবিধি তুই বেদ বলি লিখি। দেহ বই কোথা উপজয়ে দেখ দেখি॥ বিধি কবিযা তাবে ভুঞ্জে পরলোকে। বিদ্যমান হইলে অবিধি বলি তাকে॥ দে-হের স্বভাবে সেই হয়ে ধর্ম্মাধর্ম্ম। এখন বা ভুঞ্জয়ে ভু-ঞ্জয়ে পর জন্ম॥ ভোগের এড়ান নাহি বলি পুণ্য পাপ।

কৃষ্ণে সমর্পিলে তারে বলে যজ্ঞ তপ॥ সত্যে তপ ধর্ম্ম বলি কৈল পরচার। না বুঝি ত্রেতায় নাম যজ্ঞ নাম তার॥ সেই ধর্ম্ম দ্বাপরে পরিচর্য্যা নাম। কলিযুগে সংকীর্ত্তন নাম পরিণাম॥ এই ধর্ম্ম চারি নাম ধরে যে কারণ। বিবরি কহিব কথা শুন বিবরণ॥ প্রথমে কহিল সত্য নাম তপোধর্ম্ম। আপনাকে ব্যক্ত না করিব এই কর্ম্ম॥ সত্য সুহৃদয় লোক ইঙ্গিতে বুঝিবে। ইহা লাগি ব্যক্ত করি না কহিল তবে॥ না বুঝিয়া বাহ্যলোক তপস্যা আচরে। ফল ভোগ যেছে দেখি নানা ক্লেশ করে॥ দেহে ক্লেশ দেয় সেই বড় পরিশ্রম। ভুঞ্জিয়া না ভুঞ্জে সেই তপস্যা বিষম॥ কৃষ্ণ সমর্পণা দেহের স্বভাব কেমনে। জলে নাম্বি নাভিজয়ে কতেক যতনে॥ ইহা বড় তপস্যা আচরে কোন দুঃখ। বাহিরে আচার তপ না বুঝিয়া লোক॥ এইত কারণে ধর্ম্ম টুটিয়া সে জায়। অধর্ম্ম বাঢ়যে প্রভু বিস্মিত হিয়ায়॥ তপ নামে না বুঝিল সে যুগের লোক। যজ্ঞ ধর্ম্ম বলি নাম কৈল ত্রেতাযুগ॥ যজ্ঞ বলি বিধি ধর্ম্ম আছে বেদ মতে। অগ্নি মুখে দেন পূজা করিয়ে তাহাতে॥ অগ্নিতে হোম কৈলে দেব পূজা পায়। ঐছন করিতে প্রভু সাদৃশ দেখায়॥ আমি সর্ব্বজন প্রাণ আমার স্বমায়া। আমার ভজন কর নিজ অঙ্গ দিয়া॥ নিজ ভাবে মোর পূজা কর মহাযজ্ঞ। মায়ায় না ভুলিহ যে

জন হয বিজ্ঞ॥ তভু না বুঝিল কেহো প্রভুব অন্তব। যজ্ঞ কবি বব মাগে এ বেদ তৎপব ।। প্রভু ধর্ম্ম সংস্থা-পন করে নিজ মনে। অধর্ম্ম বাঢায় লোক আপনাব গুণে ।। টুটিল দ্বাপোত্তাধর্ম্ম বাঢে অববম। ধর্ম্মাধর্ম্ম সমভেল সমান বিক্রম।। প্রভুব হৃদয়ে ভেল করুণা বিশেষে। দ্বাপবে পরিচর্য্যা কৈল ধর্ম্ম শেষে'। কৃষ্ণ আবাধনা এই পবিচর্য্যা নাম। ইন্দ্রিয় শুশ্রূষা কবে সেবকেব কাম ।। বেকত কবিয়া প্রভু কৈল হেন কর্ম্ম। তভু না বুঝিল কেহো মহাপ্রভুব মর্ম্ম॥ কৃষ্ণ আবা-ধনা কবে আপনাব তবে। পূজা কবি বব মাগে ভোগ ভুঞ্জিবাবে।। ফল মূল জল দেই বেদেব• বিধানে। দেহ ক্লেশ দিয়া কবে ঈশ্বর সেবানে । সেবা কবি পুনঃ বলে নাহি দুঃখ সুখ। পূজা কবি বব মাগে আপনাব ভোগ ।। এই মত না ভজিতে গেল তিন যুগ। অধর্ম্ম বাঢযে ধর্ম্ম ক্ষীণ অতি সুখ।। তিন যুগ গেল মাত্র আছে এক কলি। লোক বুঝাবাবে প্রভু হইলা বিকলি। করুণা বাঢযে হিযা পর্ব্বত আকাব। প্রথম সন্ধ্যায কলি কৈল অবতাব ।। সর্ব্ব নিজগণ প্রভু সংহতি কবিযা। আপনি বৈষ্ণব ভেল উভাবিল দযা।। নিজ নামে আবোপিযা নিজ সর্ব্ব শক্তি। নিজ সংকীর্ত্তন ধর্ম্ম নিজ প্রেম ভক্তি।। আপনি আপন নাম আব ভক্তি প্রেম। আপনে আচাবে যেন বস্তু ভেদ হেন ।।

আপনি আচাবে আব লঞা নিজগণ। লোক নিস্তা-
রিতে প্রভু এতেক যতন।। ঈশ্বর হইয়া বুলে যেন
অকিঞ্চন। নিজ পর নাহি সভায় দেয প্রেমধন॥ না
ভজিতে প্রেম যাচে নাহি আত্ম পর। সর্ব্বোপরি প্রেম
ভক্তি ভক্তির উপর॥ সভাকাবে হেন ভক্তি দেন
অবিবোধে। তভু না বুঝিল কেহ এ বড় প্রমাদে।।
হেন ভক্তি প্রকাশিলা না বুঝিল কেহ। ঘুষিতে রহিল
সে দারুণ দুঃখ এহ।। কীর্ত্তন বিগ্রহ রস বিগ্রহ গো-
সাঞি। রস বিলাসয়ে কেহ মরম জানে নাই।।
বৈষ্ণব প্রসাদে কিছু যে জানি প্রকাশ। প্রাণেব ঠাকুব
মোব নবহবি দাস॥ তাব পদ পবসাদে পথ প্রতি
আশ। গোবা গুণ কহিবারে কবোঁহিয়া আশ।।
মুরাবি গুপ্ত বোঝা প্রভুর অন্তবিণ। সকল জানেন
সেই ভক্ত পববীন।। লোক নিস্তাবিতে গোবাঙ্গ
চবিত্র। তাহাব প্রসাদে হইল জগত পবিত্র॥
শ্লোকচ্ছন্দে গৌব গুণ কবিল কবিত্ব। যাহাব প্রসাদে
মোব পরসন্ন চিত্ত॥ পাঁচালি প্রবন্ধে আমি বচিল
এখন। দোষ না লইহ কেহো মো অতি অধম॥ অধি-
কাবি নহি তভু কবিল সাহসা। বৈষ্ণব করুণা দেখি
এইত ভরসা।। সূত্র খণ্ডে আদি কথা অপূর্ব্ব ব্রহ্মাণ্ডে।
জন্মাদি রহস্য কথা কহিল মধ্য খণ্ডে।। সন্ন্যাস খণ্ড
কহিল এই করুণার ঘর। শেষ খণ্ড কথা এই তিন

খণ্ডের পর ॥ চারি খণ্ড পুথি কৈল বৈষ্ণব কৃপায়। সমাধিতে ব্যথা বড় লাগয়ে হিয়ায় ॥ গৌরগুণ কথা এই প্রেমের সমুদ্র। কহিতে না পারে ওর প্রজাপতি রুদ্র। আমি কি কহিব গুণ জানিয়ে কতেক। বৈষ্ণবের ক্রিয়া বলে কহিল যতেক ॥ চারি খণ্ড পুথি সায় কহিল প্রকাশ। বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কোগ্রাম নিবাস ॥ মাতা সতী শুদ্ধমতি সদানন্দিনাম। যাহার উদরে জন্মি কবি কৃষ্ণ নাম ॥ কমলাকরদাস নাম পিতা জন্ম দাতা। যাহার প্রসাদে শুনি গৌর গুণ গাঁথা ॥ সংসারেতে জন্ম দিল এই পিতা মাতা। মাতামহ কুলের মো কহি কিছু কথা ॥ পিতৃ মাতৃ দুই কুল বৈসে এক গ্রামে। ধন্য মাতামহী সে অভয়া দাসী নামে ॥ মাতামহ মোর শ্রীপুরুষোত্তম গুপ্ত। নানা তীর্থ পূত তেহোঁ তপস্যায় তৃপ্ত ॥ মাতৃ পিতৃ কুলে বংশ আমি একমাত্র। সহোদর নাহি নাহি মাতামহের পুত্র। যথা যাই তথাই দুর্লিন করে মরে। দুর্লিন বলিয়া কেহো পড়াবারে নারে ॥ মারিয়া ধরিয়া মোরে শিখাইল আখর। ধন্য পুরুষোত্তম গুপ্ত চরিত্র তাহার ॥ তাহার চরণে মুঞি করো নমস্কার। চৈতন্যচন্দ্র তৎপর প্রসাদ তাহার ॥ পিতৃ কুলে মাতৃ কুলের কহিল মো কথা। শ্রীনরহরি মোর কৃষ্ণ ভক্তি দাতা ॥ তাহার প্রসাদে যেবা জানিল প্রকাশ। আনন্দে গাইল গুণ লোচন দাস ॥ ১

এতেকে কহিল ভক্তগণের চরিত্র। অপর কহিব কিছু শুনহ বিচিত্র।। বৈষ্ণবের বিচার কহিতে মহা-দোষ। কথা শেষ রাখিলে হয় কথা অসন্তোষ। তেকারণে কহি এই যে কিছু বিচার। অপরাধ তবে আগে করোঁ নমস্কার।। সাপেক্ষ ভকত আর নিরপেক্ষ কহি। অন্তর্ব্বাহ্য বিচারি কহিয়ে কিছু তহিঁ।। সাপেক্ষ বাহিরে নিরপেক্ষ হিয়া কেহো। বাহিরে আচরে লোক বেদমত সেহ।। মরমে জানায় এক কৃষ্ণ মাত্র সত্য। বাহিরে আচরে সব যত নিত্য কৃত্য।। এজন সভাব পর পর-মার্থ সার। বাহিরে নিরপেক্ষ হিয়া সাপেক্ষ কেহো আর।। প্রভুর ভকতি করে অবেদিক কর্ম্ম। সাপেক্ষ অন্তরে করে নিরপেক্ষ ধর্ম্ম।। অন্তরে সুদৃঢ় নহে বাহি-রের কাজ। করিয়া সন্দেহ করে নিজ হিয়া মাঝ।। তত্ত্ব না জানিয়া করে তেঞিও সে সন্দেহ। পুনঃ২ মুখে তত্ত্ব বাখানয়ে সেহ।। তথাপি তাহার দেহে ভকতি লক্ষণ। কৃষ্ণ গুণ গানে লোহ উদয় তখন।। কৃষ্ণ রসা-বেশে নাচে নাহি করে লাজ। বিচারে না বুঝে তার মরমের কাজ।। এইত সন্দেহ বড় অপরূপ শুন। কৈতব চরিতে তার পুলকাদি কেন।। পরম ভকত যেন করয়ে আচার। আপনাকে সাধু কহে ইঙ্গিত আকার। পরের প্রশংসায় বড় দুঃখ পায় মনে। প্রসন্ন বদনে হাসে আপনার গুণে।। ভবে অভিনয় করে তন্ময়তা

যেন।। নৃত্যাবেশে নাচে পুন হিয়া ভাব হীন।। শুদ্ধ ভক্ত বলিয়া বলয়ে আপনাকে। প্রকট করয়ে যেন হীন ভাব লোকে ।। প্রেমার লক্ষণ যেন করে সর্ব্বকর্ম্ম। কেমনে জানিব লোক এজনার মর্ম্ম।। বেদবিধি করি ভক্তি করযে ঈশ্বরে। বৈষ্ণব চরিত্র তার কহিয়ে বিচারে।। নিরপেক্ষ হয় যদি ভাগবত ধর্ম্ম। উত্তম২ ভকতি বলি শুদ্ধ তার মর্ম্ম।। তমগুণে করে ধর্ম্ম প্রাকৃত ভকত। সর্ব্বজনে জানে এই বিবিধ চরিত্র ।। উত্তম২ কহি প্রেমের ভকত। নিবৃতে ভকতি এই লোকে অবিদিত।। অবিদিত প্রেম ভক্তি সভাকার পর। নির্লিপ্ত বলিয়ে পুন সভার গোচর।। কেহোবলে কৃষ্ণ পুত্র কেহো বলে পিতা। কেহো বলে কৃষ্ণ স্বামী যার অনুরতা।। সম্বন্ধ ভকতি এই রাগ অনুরাগ। বৈরাগ বলিয়া পুন বলে মহাভাগ। হেন প্রেমভক্তি রস আরে শেব লোভে। দেখিয়া শুনিয়া তেমন করে সভে।। রসনা বুঝযে ভাব নাহিক হিয়ায়। কৈতব আবেশে ভাব সভাবে বুঝায়।। তত্ত্বের শুনহ কথা এসব আশ্চর্য্য বেদমত বাখানে প্রেম নটনে আশ্চর্য্য।। কহিতে কহয়ে প্রেম পথ বিপর্য্যয়। নাচিবার বেলে পুন হয় ভাবময়।। বৃন্দাবন বাস কথা প্রাণ হেন বাসে॥ নাচিবার বেলে নাচে রাধাকৃষ্ণ রসে।। অবৈধিক প্রেমভক্তি পথে নাচে গায়। কহিবার বেলে পুন এবেদ বুঝায়।। বুঝিতে না

পাবি হিয়া কি কহিব আর। বিষম ভকতি কথা কেকবে বিচাব॥ কৃষ্ণ সংসাবের কথা কে বুঝিতে পাবে। এসব শুনিবা জানি সংসাবিক মবে॥ এজনে অবিজ্ঞা জানি কেহ কবে চিত্তে। নিজভাব চাহ যদি সাধ থাকে জিতে॥ সংসাবিক মবে সেই সংসাব সম্বন্ধে। কৃষ্ণ পবি কর কবি আপনাকে বান্ধে॥ ইহাকে উত্তম কেবা আছে পৃথিবীতে। সংসাবে নিষ্ঠুব কবে শ্রীকৃষ্ণ পিবিতে॥ ভুবন পাবন বলি এই সবজন। না বুঝিযা দোষ জানি কেহ দেন মন॥ প্রভুব ভকতি কথা কে কহিতে জানে। ব্রহ্মাদি না পায ওব সহস্র বদনে॥ আমিত অধম জীব পাপীময পাপ। নিবন্তব দগধযে সংসাবেব তাপ॥ আমাব শকতি ভক্তি কি জানি বিচাব। তাহাতে বিষম ভক্তি যোগেব আচাব॥ অনন্ত ভকতি পথ লিখিতে না পাবি। সন্তোপবি ভক্তি যোগ কহে অধিকারী॥ ভক্তি যোগ শুদ্ধহৈয়া হযে জীব মুক্ত। মুক্ত হইলে তবে হয ভাবে ভক্ত॥ এমন কে আছে ভাব ভক্তি যে বিচাবে। যেবা কিছু জানে সেহো কহিতে না পাবে॥ এসব বিচাব কথা শুনি ভাগবতে। সেহো মধ্যে মধ্যে ভাব দেয বুদ্ধিমন্তে॥ বুদ্ধিমন্ত কেবা নহে কার বুদ্ধি নাই। বুদ্ধিমন্ত ভজি কৃষ্ণ বুদ্ধি যোগ পাই॥ বুদ্ধিযোগ জানে যাব জানে অনুভব। সেই বা কহিতে জানে এই ভক্তি ভাব॥ আমি বুদ্ধি হীন

ইহা জানিব কেমনে। পিবিতি ভকতি কথা অকথ্য কথনে॥ অনুভব যে জানে সে কহিতে না জানে। যে কহিতে জানে সেহ না কহে বচনে॥ পরম নিগূঢ় কথা অকথ্য কথন। তভু অনুমানে কিছু কহিব এখন॥ সাবধানে শুন কথা ছাড় আন মন। যাহার শ্রবণে শুদ্ধ হয় ত্রিভুবন॥ দাস্য পিরীতী কেহ করয়ে অন্তরে। সখ্য ভাব করবে কেহো প্রভু নাহি বলে। পুত্র বলি বলে কেহো বাৎসল্য এভাব। ত্রিবিধ পিবিতি ভাব শুন লাভালাভ॥ দাস্য পিবিতি করে অধীন হইয়া। নিরপেক্ষ হয় পদমধু গন্ধ পাঞা। ভয ভক্তি করে কেহো ঈশ্বব বলিয়া। অপবাধ ডরে, নিববধি কাঁপে হিয়া॥ সখ্য পিরিতি যে সেই হযে দ্বিবিধ। একাকার সিদ্ধ আব ভিন্নাকাবে সিদ্ধ॥ এবড বিষম কথা যে বা জানি কিছু। ব্যক্ত হইব ইহা কহিবতা পাছু॥ সেইত দ্বিবিধ সখ্য চতুর্ব্বিধ লেখা। সখা সুহৃদয প্রিয আর মর্ম্ম সখা॥ পুত্র বলিযা ভজে বাৎসল্য তার নাম। অধিনা ভকতি সেই প্রেম অনুপাম॥ কৃষ্ণ পুত্র আপনে সে হয পিতা মাতা। কৃষ্ণ অধিন ভাব সেজন করতা॥ অধিনা নাহৈলে তাব ভাবে পডে বাদ। অধিন হইলে সেই ভকতি বিবাদ॥ কেবল পিবিতি মাত্র বলে প্রভু নাম। এতেক বলয়ে তার নাম অনুপাম॥ সখ্য দ্বিবিধ সেই কহি বিবরিযা।

রহস্য প্রসিদ্ধ আর গোপীগ। লৈয়া॥ কেহো সখা কেহো সখি ভাবে লিখি এক। ভাবের স্বভাব দুই দেখ পরতেক॥ কাম সম্বন্ধে ভজে যত গোপীগণ। দেশে বয়েসেতে হয় ভাব উদ্দীপন। সখাগণ ভজে কিবা সুবেশ বয়েসে। কামতত্ত্বে ভজে গোপী হাসপরি হাসে॥ লীলালাবণ্য রূপ বিনোদ বিলাস। হৃদয় নির্ব্বন্ধ তার বন্ধু ভাব রস॥ এই কাম তত্ত্ব সখ্য দ্বিবিধ পালনা। স্বকীয়া বলিয়া এক পরকীয়া জনা॥ স্বকীয়া ভজনে সেই রুক্মিণী আদি। সর্ব্ব ভাবে ভজে তারে প্রেম নিরুপাধি॥ নিজ বলি নিজ দেহে না হয় স্বতন্ত্র। কৃষ্ণ আজ্ঞাপালি নিরন্তর পরতন্ত্র॥ নিজ অঙ্গে রূপে গুণে বৈদগ্ধীর সীমা। অনন্য মমতা করে নিরুপাধি প্রেমা। ভয় নাহি করে ইহ লোক পরমার্থে। কৃষ্ণ স্বামী করি সেবা করয়ে কৃতার্থে॥ স্বকীয় কহিল সংখ্যা শুন সর্ব্বজন। পরকীয়া ভাবে রাধা আদি গোপী গণ॥ সেই রূপে গুণে ভজে রুক্মিণী সতি॥ সেই রূপে গুণে ভজে রাধা গুণবতি॥ ইহ লোক পরলোক খায় সর্ব্ব আগে। নিষিদ্ধ করিয়া লোকে বেদে বলে যাকে॥ সেই ভজনাতে কৃষ্ণে ভজে রুক্মিণী॥ সেই ভজনাতে ভজে রাধা গুণমনি॥ এক ভাবে এক কৃষ্ণ ভজে সেই দোঁহে। বেদে সতী রুক্মিনী রাধিকার মো- হেতে। এতেকে বলিযে সেই দ্বিবিধ কামতত্ত্ব। সত্য

রূপে কাম সেই কাম মহাসত্য। সত্য রূপে কাম সেই বৈদিক বলিযে। সৃষ্টি রূপে কাম সৃষ্টি হয় রমণিয়ে॥ আব্রহ্ম স্তম্বাবধি যত জীবগণ॥ সভাতে সে কলা রূপে আছে নারায়ণ॥ কামবশ হৈযা সভে করযে শৃঙ্গার॥ সহজ স্বভাবে সৃষ্টি বাঢযে সংসার॥ যেই কামে জীব জন্মে সেই কামে জীব। সত্ত্ব গুণে বিষ্ণু সেহো আর কি কহিব॥ সভাকার আত্মা সেই বলে সর্ব্বজনে। সেই কাম উপজযে কেমন কারণে॥ সভার কারণ সেই তারকে কারণ। এতেকে বলিযে সেই মহাতত্ত্ব কাম॥ পরমাত্মা নাম তার স্বভাবে সেভিন্ন। এক কাম একস্থান এক আচরণ। পর না হইলে নহে ভাবের উদয। বিচ্ছেদের ভযে আর্ত্তি অনুরাগ হয। স্বকীয জনের নাহি বিচ্ছেদের ভয। একারণে স্বকীয়তে অনুরাগ হয়॥ অনুরাগ বিনে প্রেম ভাব নাহি রয। সাত্ত্বিক বলিযা শাস্ত্রে অষ্টভাব কয॥ স্তম্ভ স্বেদ পুলক কম্প অশ্রু প্রলয। বিবর্ণতা স্বর ভঙ্গ অনুরাগ হয়॥ অনুরাগ বিনা প্রেম নাহিক তাদাত্ম্য। কে কহিতে পারে অনুরাগের মাহাত্ম্য। সেই অনুরাগে রাধা কভু হযে কৃষ্ণ। কভু কৃষ্ণ রাধা হয রতিরসে তৃষ্ণ। হেন অনুরাগ ভাব নাহি কোন প্রেমে। ইহারহি নিজ নাহি পররলি নামে॥ এতেকে বলিযে ইহার রাগ ভক্তি নাম। অনু-রাগ বিনে ভক্তি যত দেখি আন॥ রাগ সম্ভবা ভক্তি

তেঞি নাম রাগা। এপথ ভজনা তার নাম রাগানুগা।। রাধিকা রুক্মিণী সেই প্রকৃতি স্বরূপা। প্রকৃতি দক্ষিণা বামা এলোকের রূপা।। পরম পুরুষ কৃষ্ণ এদোহাঁর প্রেমে। ভক্তি মুক্তি নিরন্তর এদক্ষিণ বামে।। এতেকে বলিয়ে কৃষ্ণ তিহো আধা আধা। আধা ভেল রুক্মিণী আধা ভেল রাধা।। প্রকৃতি বিহনে সেবা নাহিক তাহার প্রকৃতি বিহনে সৃষ্টি নাহিক সংসার।। সৃষ্টির কারণে সেই রুক্মিণী দেবী।। সংসার বাসনা কৃষ্ণ সেই দ্বারে সেবি।। শ্রীকৃষ্ণ বাসনা যার কৃষ্ণ করে সাধা। পর পুরুষার্থ সেই দ্বারে করু রাধা।। প্রকৃতি বিহনে কৃষ্ণের নাহিক আকার। আকার বিহনে লোক সেবা করে কার।। প্রকৃতির পরিতোষ করিয়ে প্রকৃতি। এতেকে জানিহ কৃষ্ণ আপনে প্রকৃতি।। প্রকৃতির নিজ গুণ রাগাদি ষড়বর্গ। সত্ত্ব রজঃ তমগুণে জনমে নিসর্গ।। এই রাগে অনুরাগে ভজে যে ঈশ্বরে। রাগানুগা নাম তার কহিল সভারে।। এই রাগ অনুবৃত্তি বিষয়ির ভোগ। বিষয় করিয়া তেঞি বলে সর্ব্বলোক।। এ রাগের অনুবৃত্তি মহা মহাভাগ। নিবৃত্তি করিয়া করে রাগের বৈরাগ।। রাগের বিকারে উপজয়ে যে যে কর্ম্ম। না তাহা করিয়া আচরয়ে শান্তি ধর্ম্ম।। লোভ মোহ কাম ক্রোধ মদ মাৎসর্য্য। ক্ষুৎপিপাসাদি যত দেহের সাহচর্য্য।। দেহের সহিত এই থাকে দেহ যোগে। কেহো

কাহা বিনে কেহো তিলেক নাথাকে। শান্তি অবলম্বি ক্ষুৎ পিপাসা নিবারে।। দিব্য বস্ত্র ছাড়ি কেহো বৃক্ষ ছালপরে। স্ত্রী পুত্র ধন জনে কবে নির্ম্মমতা।। আপনাকে উদাসীন বলি মন কথা।। নির্ব্বিষয় বলি সেই বলে আপনাকে। কেমনে সে নির্ব্বিষয় বুঝাহ আমাকে। না খাইলে ক্ষুধা শান্তি হয়ে কোনমতে। কেমনে বা পর চিত্ত লোভ সঙ্কলিতে।। পঙ্কখাউ পত্রখাউ পশুর ভক্ষণ। কেমনে জানিয়ে এই শান্তির লক্ষণ।। লোভ মোহ কাম ক্রোধ যাব যেই ধর্ম্ম। না ভুঞ্জিলে অধিক বাঢ়বে শুন মর্ম্ম।। নিবৃত্তি করিয়া এই কহে বেদমতে। সেইত নিবৃত্তি করে মহাভাগবতে। লোভ মোহ কাম ক্রোধ মদ অভিমান। সকল ইন্দ্রিয রাজা মন সে প্রধান।। সত্ত্ব রজঃ তম তিন গুণের প্রচাব। ক্ষিতি জল বায়ু অগ্নি আকাশ আকার।। যাব যেই লিঙ্গরূপে গুণে অনুমানি। সভে এক মেলি কার নাহি ভিন্নাভিন্নি।। এই গৃহে গৃহস্থ জীব এই ধনে ধনি। বাজা যেন ব্যবহার বিষ্ণু সে আপনি।। লোভ মোহ কাম ক্রোধ যাব যেই ধর্ম্ম। না ভুঞ্জিলে অধিক বাঢ়যে সেই কর্ম্ম।। নিবৃত্তি করিয়া ইহা বলে বেদমতে। সেই নিবৃত্তি করিয়া বলয়ে ভাগবতে।। যার যেই ধর্ম্ম তাতে তাহা নিযোজিয়া। ভুঞ্জয়ে সকল বাজ্য প্রজাগণ লৈয়া।। অহঙ্কার বলি এক কবিয়া আশ্রয়। অহঙ্কার অনুজ সে

এই মত হয়॥ এই আমি আমার সেবনে তেকারণে। নিজ নিজ কার্য্য করয়ে ইন্দ্রিয়গণে॥ কাহার করম কেহো নাহি করে কভু। সভাকার কার্য্য ভুঞ্জে একামাত্র প্রভু॥ ভূতাত্মা জীবাত্মা যেন র.জাঙ্গন। কেহো বা পালন করে কেহো বা পোষণ। জীবাত্মা ভূতাত্মা হয় প্রকৃতি পুরুস। প্রকৃতি পুরুষ ন্যস্তা পরমাত্মা রূপ॥ পরমাত্মা নাম মহাপুরুষ প্রধান। সেই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর সর্ব্বজন প্রাণ। আত্মা আধার তবি আধেয় আপনি। আত্মার স্বভাবে লিপ্ত না হ। কখনি॥ আত্মার স্বভাব নিদ্রা হয় মৈথুনাদি। বাত পিত্ত শ্লেষ্ম দেহে ত্রিধাত্মক ব্যাধি॥ শোভাদি যতেক হৈল আত্মা সভার রাজা। সর্ব্ব ধর্ম্ম লৈয়া করে পরমাত্মা পূজা॥ এ প্রভু না জানে যেই মরে অহঙ্কারে। সে কেমনে রাগের নিবৃত্তি করি বলে॥ রাগের নিবৃত্তি হয় এই ভক্তিযোগে। রাগসিদ্ধি করে সাধু হ । মহাভাগে॥ আপন স্বভাব সমর্পিয়া ঈশ্বরেরে। ঈশ্বর স্বভাব পূজা পূজক সে করে॥ পরমাত্মার স্বভাব সে শুন সর্ব্বজন। বিনোদ বিলাস বস এবেশ লাবণ্য॥ সচ্চিৎ আনন্দময় বিগ্রহ তাহার। রূপ রসে প্রকাশয়ে উজ্জ্বল বিহার॥ প্রাকৃত রস এই প্রকৃতির ধর্ম্ম। প্রকৃতি বিহনে নহে এই সব কর্ম্ম॥ এই সে কারণে প্রভু বৃন্দাবনে জন্ম। প্রকৃতি হইলা রাধা কহিল এমর্ম্ম।

ইহাতে যে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা হয়। তেকারণে সর্ব্বজন
রাধা নাম লয়॥ দোহাঁর নিবিড় স্নেহে উপজয়ে প্রেমা।
প্রেমা উপজয়ে প্রভু কে কহু মহিমা॥ আগে অহঙ্কার
হয় তবে সে ভজনা। অহঙ্কারে এ মমতা মমতায় প্রেমা
মমতা বিহনে নাহি মদ অভিমান। অভিমান হৈলে
হয় রাগের বিধান। মমতা বিহনে নহে বিচ্ছেদের
ভয়। বিচ্ছেদের ভয়ে অনুরাগ উপজয়ে॥ জ্ঞাত রস
হৈলে হয় রাগের উদয়। পশ্চাৎ উদয় রাগে অনুরাগ
কয়॥ রাগের পশ্চাতে দেখি রাগের উদয়। রাগাত্মিকা
ভক্তি এই তেঞি রাগ হয়॥ উদ্দীপন আদি করি
তদার্ত্তি পর্য্যন্ত। সকল জানিহ কৃষ্ণে মমতা সুস্বন্ধ॥

তথাহি।

অনন্য মমতাবিষ্ণো মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতেভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ।১০।

অনন্য মমতা হয় এপ্রেম সঙ্গতা। অনন্যতা কি বা-
খানে কি বাখানে মমতা॥ অনন্যতা বুদ্ধি যার এক করি
মানে। দ্বিগুণ মমতা হয় জগজনে জানে॥ এতেকে
জানিহ সেই এক হৈয়া দুই। জীবাত্মা পরমাত্মা দুইতে
একই॥ ভক্তিযোগে কহি তবে অনন্য মমতা। স্বভাব
দোহার দুই তেঞি সে ভিন্নতা॥ পরমাত্মার স্বভাবে

ভজে এই জীব। ভাবে ভকতি করে প্রেম উপজীব॥ প্রেমের সঙ্গতা এই ভক্তিযোগ পব। স্বভাব জানিলে কৃষ্ণেব করিয়ে আদব॥

তথাহি।

সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং।
হৃষীকেন হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥

হৃষীকেন হৃষীকেশেব করিয়ে সেবন। ভাব ভক্তি কবে এই জানিহ সেজন॥ সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্ত হৈয়া ভক্তিযোগে। নির্ম্মল হইয়া তবে উপজে ভক্তিভাবে। এতেক কহিল বাগানুগাব প্রকাশ॥ আনন্দ হৃদযে কহে এলোচন দাস॥ ২॥

আওব কহিব কিছু ভাগবত কথা। যে কিছু সন্দেহ আছে যেবা হিয়া ব্যথা॥ গোকুল ছাড়িযা কৃষ্ণ মথুবা বিজয। এবড় সন্দেহ মোব লাগিল হিযায॥ এত দিন ধবি নন্দ স্নেহ ভক্তি করে। যশোদাব ভাবে বন্দি হৈলা উদুখলে॥ কেনে এত দিন ছিল ভাবে বশ হৈযা। অধিনেব কর্ম্ম কবে মা বাপ বলিযা॥ এখন বা তা সভাবে ছাড়ে কি বিচাবে। ইঙ্গিতে কেমনে ভাব ছাড়িল তাহাবে॥ সখ্য ভকতি করে সকল ভকত।

জগতেই জানি কৃষ্ণ তাসভাব পালক।। গোপিকার প্রেমভক্তি কে কহিতে জানে। নিরবধি পববশ ছিল যাব গুণে।। এসব কেমনে কৃষ্ণ ছাড়িবারে পাবে। কেমনে ছাডযে এই সন্দেহ আমারে।। ভাগবতে একথাব না পাই সন্দর্ভ। ভক্তমুখে শুনি কহি যেবা জানি গর্ব্ব। বৈষ্ণবের কথায় বুঝিয়ে ভাগবত। এতেকে কহিয়ে আমি শুনহ জগত।। উগ্রসেন রাজা কৈল নন্দকে বিদায়। একথা আমাব শক্ত্যে কহন না যায়।। কৃষ্ণের নির্দ্ধুবপনা কহিতে তবাস। বলবাম সনে যুক্তি ছাডিযা নিশ্বাস।। নিভৃতে বসিল দুই ভাই এক ঠাঁয। নন্দকে বিদায দিব কেমন উপায।। একথা কে কহে নন্দ মহাশয আগে। শুনি মাত্র তখনি মরিব মহা-ভাগে।। মোর প্রাণ ফাটে মুখে নাহি স্ফুরে বাণী। যদি বা কহিব ইহা কহিতে না জানি।। বিদায না দিযে যদি যাই তাব সঙ্গে। পুরুববিধান যত তিল একে ভাঙ্গে।। ব্যাসের ভাষিত কথা বেদের লিখন। অসুব সংহাব হেতু আমাব গমন।। আমি প্রেমে বদ্ধ হৈবা থাকিব এখন। ইঙ্গিতে ব্রহ্মার সৃষ্টি হইব পতন।। একভিতে ব্রহ্মাব সৃষ্টি আর ভিতে প্রেম। যুক্তি দেহ বলরাম দুই থাকে যেন।। বলবাম বলে শুন কথার সন্ধান। বসুদেব বহি ইহা না কহিব আন।। বসুদেব কহে নন্দ পুরুব বৃত্তান্ত। শুনিয়া বুঝিব কার্য্য সে নন্দ মহান্ত।।

দুই জনে এই কথা নিবড়িল যবে। বসুদেবে কহে কথা বলরাম তবে।। ইঙ্গিতে বুঝিলা বসুদেব মহাশয়। কি কহিব কথা এই চিন্তয়ে হৃদয়।। তবে বলরাম গেলা কৃষ্ণের সাক্ষাতে। একথা কহিল সব বসুদেব তাতে॥ বিবস বদন কৃষ্ণ ছল ছল আঁখি।। নন্দ হেন পিতা আমি কেমনে উপেখি।। শুনপ্রাণ বলরাম দাদা মহাশয়। কেমনে বা জীব নন্দ যশোমতি মায়। গোকুল নগর আমি পাসরিব কাবে। তিলেক না দেখি আমা যেই জন মবে।। কেমনে ছাড়িব তাহা দুরন্ত অন্তর। সভা লাগি এ অন্তর পুড়িতেছে মোর।। কেমনে বা জীব মা রোহিণী আমার। শ্রীদাম সুদাম আদি সংহতি ছাওয়াল।। সামলি ধবলি বলি না ডাকিব আর। যমুনা পুলিন বনে না খেলিব আর।। কালিন্দী কদম্ব তরু বৃন্দাবন বনে গোপ গোপীগণে আমি ছাড়িব কেমনে।। কহয়ে লোচন ইহা কহনে না যায়। হৃদয়ে রহল শেল পাসরণ নয়।। ৩।।

এতেক বিলাপ কৈল কৃষ্ণ বলরাম। বসুদেব গেলা নন্দ ব্রজরাজ স্থান।। নন্দব্রজরাজ কৈল সম্ভ্রম অপার। চরণের ধূলি লৈল কৈল নমস্কার।। বসুদেব বলে শুন প্রাণবন্ধু তুমি। তোমার গুণের কথা কি কহিব আমি।। এত দিন ধরি পুত্র পালিলে যতনে। পরাণ অধিক যেন এ জীউ পরাণে।। অনেক সঙ্কটে

কৃষ্ণ ছিল তোমার ঘরে। তোমা সম ভাগ্যবান নাহিক সংসারে। তুমি সে তাহার পিতা সে তোমার পুত্র। পুরুব বৃত্তান্ত কহি শুন তার সূত্র॥ অসুরে গ্রাসিল সব এ মহীমণ্ডল। ধর্ম্ম হীন হৈল লোক পাপেতে প্রবল॥ লোভ মোহ কাম ক্রোধ মদ অভিমানে॥ স্বতন্ত্র বেড়ায় দিবানিশি নাহি জানে॥ পাপেতে আচ্ছন্ন সব হৈগেল সংসার। ধর্ম্মাধর্ম্ম দান পূজা নাহি দেবতার॥ ঐছন দেখিয়া ব্রহ্মা দয়া হৈল চিত্তে। অস্তব্যস্ত হৈলা নিজ সৃষ্টি সে রাখিতে॥ সর্ব্বদেবগণ লৈয়া করিল স্তবন। স্তবে তুষ্ট হৈয়া বর দিলা নারায়ণ॥ অসুর সংহার হেতু তাঁর অবতার॥ সভার অধিক ভাগ্য আমার তোমার॥ মোর ঘরে জনমিয়া ছিলা তোমার ঘরে। আমি থুইলাও লৈয়া পাপ কংস ডরে॥ তোমার ঘরে দুই ভাই ছিলা এত দিন। লালিলে পালিলে তুমি আমি ভাগ্যহীন॥ কাতর হইয়া কহোঁ কহিতে ডরাই। দিন কতো থাকুন এথা যদি আজ্ঞা পাই॥ আমি জানি তোমার মোর নাহি ভিন্নাভিন্ন। তোমার ঘরে ছিলা এথা থাকু কতো দিন॥ এবোল শুনিয়া নন্দ হরিল চেতন। ছল ছল আঁখি কিছু না বলে বচন॥ স্তম্ভিত হইল অঙ্গ অনিমিষ আঁখি। পবাণ ছাড়িল যেন দেহ হেন দেখি॥ যেন ঐছন দেখিয়া বসুদেব গেলা ঘর। ছট ফট করে সব

গোয়ালা অস্থর ॥ কেহো কান্দে কেহো বোলে কি বোল কি বোল। কৃষ্ণ কি ছাড়িল নন্দ যশোদার কোল। কেহো নন্দঘোষ বলি ডাকে তার কানে। অনেক শকতি নন্দ পাইল চেতনে।' চেতন পাইয়া রামকৃষ্ণ বলি ডাকে। ঘর যাব আইস বাছা চুম্ব দেহ মুখে।। চানুর মুষ্টিক 'পাপ কংসাসুর হাতে। মৃত্যু এড়াইলে পাপ ঘুচালে জগতে॥ সঙ্কট ঘুচিল বাপু আইস করি কোলে। মুখের চুম্বন দিয়া লৈয়া যাই ঘরে॥ কোথা গেলে আরে ভাই বসুদেব মিত। এত দিন ধরি তোর এই ছিল চিত্ত।। এত দিন নাহি জানি কৃষ্ণ তোর পুত্র। এবে সে জানিল আমি এই সব সূত্র॥ এবে ঘরে লাগি পাওা হেন কর্ম্ম কর। উগ্রসেন রাজা হৈল-এই বল ধর।' এবোল বলিয়া নন্দ মূর্চ্ছিত হইল। কৃষ্ণগত চিত্ত নন্দের সমাধি লাগিল।। প্রেমায় বিহ্বল কৃষ্ণ যেন আছে বুকে। কৃষ্ণ কোলে করি যেন চুম্ব দিছে মুখে॥ ঐছন বাসযে নন্দ শোক নাহি আর। আচম্বিতে পরিতোষ পাইল গোয়াল॥ অশোক হইল সব গোয়ালা হৃদয়॥ শকট চালাঞা চলে আপন আলয়॥ কতোদূর গিয়া পুনঃ সচকিত চিত্তে। চারি পানে চায় কৃষ্ণ না পায় দেখিতে॥ কৃষ্ণ বলরাম নাহি যাই কাহা লৈয়া॥ গোকুল নগরে প্রবেশির কি বলিয়া॥ না যাইব ঘরে কেহ জালহ আগুনি।

পুড়িয়া মরিব যুক্তি এই ভাল মানি॥ কৃষ্ণ বলরাম দুই আঁখি যে সভার। আঁখি হীন অন্ধ যেন কি কাজ জীবার॥ আত্মা পরমাত্মা দুই কৃষ্ণ বলরাম। মুরারি জিয়ন্ত হয় ছাড়িয়া পরাণ॥ শুনিতে শুনিতে সভে যায় ধিরে ধিরে। নিকট হইল দেখি গোকুল নগরে॥ শকটের শব্দ গেল গোকুল নগরে। ধাওয়া ধাই সব লোক হইল বাহিরে॥ কৃষ্ণ বলরাম আইলা উঠিল এ ধ্বনি। আনন্দে ধাইয়া আইল যশোদা রোহিনী॥ উর্দ্ধ মুখে যায় দেবী নগর বাহিরে। সব লোক ধায় কেহো নাহি বান্ধে স্থিরে॥ যশোদা দেখিয়া নন্দ মূর্চ্ছিত হইলা। শকট হইতে পড়ে অঙ্গ আছাড়িয়া॥ সকল গোয়ালা কান্দে নাহিক সম্বিত। নিবস সকল লোক নাহিক সম্বিত॥ যশোদা দেখিয়া সে চমকিত চাহে। কৃষ্ণ বলরাম দুই দেখিতে না পায়ে॥ নন্দেরে বলয়ে কৃষ্ণ বলরাম কোথা। বজর পড়িল মোর বাসি মোর মাথা॥ মূর্চ্ছিত লইয়া পড়ে আউদড চুলি। ভূমে গড়াগড়ি বুলে উন্মত্ত পাগলি॥ না কান্দ কান্দ না কান্দে কৃষ্ণ বলি ডাকে। গোকুল নগরে অন্ধকারময় দেখে॥ আমারে ছাড়িয়া বাছা কেন বা থাকিবে। মা বলিয়া আর তুমি মোরে না ডাকিবে॥ সে হেন সুন্দর মুখে নাহি দিবে চুম্ব। আজি হৈতে শূন্য হৈল কালিন্দী কদম্ব॥ কুলের প্রদীপ মোর নয়নের

তারা। এ দেহের আত্মা তোমা বহি নাহি মোরা॥ ক্ষীর নাড়ু নবনীত দধি দুগ্ধ সব। আখটি করিয়া মোরে না মাগিবে আর॥ কেমতে বাঁচিব তোর সঙ্গের ছাওয়াল। না দেখিব তাসভার সঙ্গেতে তোমার॥ কলভের মাঝে যেন করিবর সাজে। মর মত্ত সিংহ যেন সভে করে মাঝে॥ আগে যায় গাবীগণ পাছে শিশুগণ। মাঝে দুই ভাই মত্ত গজেন্দ্র গমন॥ গোকুল নগরে না দেখিব তেন রূপ। আচম্বিতে নিভাইল ঘরের প্রদীপ॥কে মোর কাটিয়া নিল আঁখির পুতলি। অন্ধকার দশদিগ শূন্য সে সকলি॥ প্রাণের অধিক তোর ধবলি সামলি। কেমনে সহিব বাপ তাহার বিকলি॥ কালিন্দী কদম্ব বৃন্দাবন পাসরিলে। কেহো নাহি জীব বাপু তোমা না দেখিলে॥ গোয়ালা ছাওয়াল কান্দে করি কোলাকুলি। তুমি কৃষ্ণ তুমি কৃষ্ণ দোহেঁ দোহাঁ বলি॥ ক্ষণে গা আছাড়ি তারা পড়ে ভূমিতলে। কৃষ্ণ আইল কৃষ্ণ আইল কেহো কেহো বলে॥ কেহো বলে বেত্র বাঁশী শিঙ্গা কর সাজ। সভে বলে যাই চল রাজধানী মাঝ। গাবীগণ কান্দে ঝর ঝর আঁখি ঝরে। মুখে বাক নাহি পুনঃ বুক পুড়ি মরে॥ তরুলতা কান্দে সব সুখাইল লতা। পশু পাখি কান্দে সব হেট করি মাথা॥ গোপগণ কান্দে সব মুখে নাহি রা। হিয়ায় আগুণি পোড়ে কি কহিব তা॥

কৃষ্ণের নিষ্ঠুরপণা কহিতে তরাস। কহিলে মরিব কহে এ লোচন দাস॥

ত্রিপদী।

ঝর ঝর নয়ান ঝরে, মুখে বাণী না নিস্বরে,
ধাওয়া ধাই যায় নন্দ যথা।
কার পা নাহি চলে, সেই ক্ষণে বাও পড়ে,
কে কহে তাহার মর্ম্ম কথা॥
বস্ত্র না সম্বরে গায়, লাজ ভয় খাঞা ধায়,
এ শেল বাজিল যেন বুকে।
আগু পাছু নাহি গণে, গুরু গর্ব্বিত নাহি মানে,
পুড়িতে কিছু নাহি কহে মুখে॥
অন্তরে লাগিল ঘুন, মনের কান্দনা শুন,
বাহিরেতে মরা রহিয়াছে।
যার তরে তারে ডুবে, যা লাগি গোকুল ছাড়ে,
দারুন বিধি তাহি করিয়াছে॥
যেখানে সে কৈল খেলা, যে কৈল রাসের বেল,
আগুনি ঝলকে উথলিল।
তিলে তিলে, মন পোড়ে, অন্তরে গুমরি মরে,
দ্রব দ্রব এ দ্রবে জাবিল॥
কান্দিতে না পারে রায়, ছট ফট করি ধায়,
কালিন্দী কদম্ব তরুতলে।

বিষানলে পড়ে গা, আপাদ মস্তক জ্বা.
ঝাঁপ দেই কালিন্দীর জলে ॥
কে কহিতে পাবে তা, যেন পোড়ে তার গা,
তার অনুভব কেবা জানে।
অন্তরে পরাণ পোর্ড়ে. স্থির নহে নিজ ঘরে,
কি কৈল সে বিদগধ জনে ॥
বৃন্দাবনে তরু লতা, কিছু নাহি তার কথা,
দাবাগ্নি পুড়িল যেন বনে।
যত বৃন্দাবন বাসী, সভে হৈল নৈরাশী,
সভে পোড়ে মনের আগুণে ॥
পাখিগণে পাখা নাই, পশুগণে ঝিমাই,
চুণ্ডা শব্দে নাহি শুনি বা।
বৈসে যত বৃন্দাবনে, কৃষ্ণ বিনে সর্ব্বজনে,
কেহো কেহো নাহি চিনে কা ॥
মূর্চ্ছিত সকল জন, কান্দে মাত্র অচেতন,
দিবা নিশি নাহিক গোকুলে।
চাঁদ লুকাইল ডরে, পাছে গোপীগণে মবে,
কৃষ্ণহীন দিনে অন্ধকারে ॥

পয়ার।

ঐছন সময়ে কৃষ্ণ চতুর সুজন। মনে অনুমানি সভার রাখিতে পরাণ ॥ কৃষ্ণের বিরহে সভার চিত্ত

উত্তরোল। সকল ইন্দ্রিয় ভেল কৃষ্ণ গুণে ভোব॥ গিলিলেক সব দেহ বিরহ বেয়াধি। আঁখে বুকে চিত্ত মুখে লাগিল সমাধি॥ আঁখিতে দেখয়ে কৃষ্ণ মুখে কহে বাণী। কোথা গিয়াছিলে বলে কোলে টানা-টানি॥ বুকে ভরি কোলে করি মুখে দেই চুম্ব। প্রেম অনুভবি সভে আলিঙ্গন রঙ্গ॥ শোক দূরে গেল হিয়া আনন্দ লহরি। তিলেক বিচ্ছেদ দুঃখ সকলি পাসরি॥ সভার অন্তরে ভেল কাছে আছে কৃষ্ণ। গোপীর হৃদয় আর্ত্তি রতি রসে তৃষ্ণ॥ যে রসে যাহার রতি সে রস সে চাহে। অলপে ভাঙ্গিল নহে অনুরাগ যাহে॥ অনুরাগ বিনে প্রেম যত দেখি আর। অনুরাগ প্রেম মাত্র সবে গোপিকার॥ আত্মা সভার তেহোঁ আত্মার স্বভাবে। আত্মা হৈয়া শান্ত কৈল সভাকার ভাবে॥ রাস রসিক কৃষ্ণ পরমাত্মা নাম। রূপ লাবণ্য রস প্রেম অনুপাম॥ পরমাত্মা মাত্র কৃষ্ণ গুপতে বিহার। আত্মার স্বভাবে সেই প্রকট সংসার॥ পরমাত্মা কৃষ্ণ তার ব্যভিচার ধর্ম্ম। এই ভাব গোপিকার শুন তার মর্ম্ম।

শ্রীভাগবতে উদ্ধব বচনং।

ক্ষেমাংস্ত্রিয়ো বনচারী ব্যভিচার দুষ্টা,
কৃষ্ণেক্কচৈষ পরমাত্মা নিরূঢভাবঃ।

নন্দীশ্বরো হনুভজাতা বিদুষোপি সাক্ষাৎ,
শ্রেয়স্তনোম্ব গজরাজইবোপযুক্তঃ ॥

একে স্ত্রী জাতি বামা তাহে ব্যভিচারি। তাহে বামাচারি নাহি ধর্ম্মের সঞ্চারি॥ অমর অজর কৃষ্ণ পরম পুরুষ। যোগেন্দ্র না জানে তাহা কি জানে মুরুখ॥ সভাকার পরমাত্মা আত্মারামেশ্বর। শিব শুক নারদাদি ভক্তি অগোচর॥ হেন প্রভু গোপীনাথ গোপিকার ভাবে। নিরন্তর পরবশ প্রেম অনুরাগে॥ কোথা কৃষ্ণ পরমাত্মা সর্ব্বজন প্রাণ। কোথা বা এ ভাব রূঢ় ব্যভিচার নাম॥ এই ভাব রূঢ় তাহা বুঝিব কেমনে। কোথা কৃষ্ণ পরমাত্মা কোথা গোপীগণে॥ এতেক বিচার উদ্ধব করি অনুমানে। পরমাত্মা শ্লোকের এই করিব ব্যাখ্যানে॥ মনে মনে অনুমানি কহিছে উদ্ধব। এতকাল নাহি ছিল এই অনুভব। এখনে জানিহ কিছু এ দোহার মর্ম্ম। দোঁহে দোঁহাকার সব অনুরাগ ধর্ম্ম॥ হিয়া অনুরাগ জানি সম্বোধন লনু। অনুক্ষণ ভজনা করয়ে আছে অনু। সর্ব্বাত্মা ভজনা এই গোপিকার ভাব। নূতন করয়ে অনুক্ষণ অনুরাগ॥ এতেকে কহিল অনুরাগ ভক্তি তার। সাক্ষাতে বলি সে কৃষ্ণ প্রেমভক্তি যার॥ আর কিছু কহি শুন ভাবের মহিমা। জানিয়া না জানে হেন অনু-

বাগ প্রেমা।। কত কত বার রূপ দেখিয়াছে যবে। পুনঃ দেখি বলে হেন নাহি দেখি কবে।। বিলাসে নাহিক তৃপ্তি নিতি সে নূতন। ঈশ্বর ভজয়ে পুনঃ না জানে এমন।। ভাবের স্বভাব এই মন করে পুনঃ। ইহার উত্তর উদ্ধব তাহা দেব শুন।। ঔষধ নহে পুনঃ ঔষধেব বাজা। সর্ব্ব ব্যাধি উপযুক্ত না জানে পবজা।। নিজ সুখে ভুঞ্জে আব রসনাতে মিষ্ট। ব্যাধিব ঔষধ হয় অনুরুচি নিষ্ঠ।। জিহ্বাব আস্বাদে খায় ব্যাধিব নৈবাশ। এইত উপমা দেই উদ্ধব হবিদাস।। এই ভাব গোপী তেজি নারে ভাঙিবাবে। আপন অন্তর কথা কহে উদ্ধবেবে।। রসের রসিক কৃষ্ণ পবমাত্মা নাম। সেই আত্মা রামেশ্বর সেই আত্মারাম।। আত্মারাম নামে সেব্য সেবকতা নাহি। ঈশ্বর কহিলে পুনঃ অধিনকে চাহি।। আত্মারাম আত্মারামেশ্বর নহে এক। একই কেমনে হয় দোহেঁ পরভেদ।। আত্মাতে যে রমে তারে কহি আত্মাবাম। আপনা আপনি রমে হেন হয় জ্ঞান।। কৈতব নাহিক তাব রমণ কেমতে। কৈতবে বমণ হয় বেকত সভাতে।। বিশেষ করিয়া কহে আত্মা-রামেশ্বর। আত্মারাম কেবা হয কেমন ঈশ্বর।। আত্মা-মাত্র বিষ্ণু ইহা বলি সভে বলে। আত্মাতে বমযে কেবা কে তাব ঈশ্বরে।। এই দুই নাম কৃষ্ণেব কহে ভাগ-বতে। বৃন্দাবনে গোপিকাব বাসেব বেলাতে।।

তথাহি শ্রীভাগবতে।

ইতিবিক্লবিতং তাসাং শ্রুত্বা যোগেশ্বরেশ্বর।
প্রহস্যসদয়ং গোপী আত্মারামোপ্যরীরমৎ।।

রাসের বেলাতে কেনে এই সব নাম। এমন হইয়া কেনে আচাবযে কাম।। যদি বা বলিযে কৃষ্ণ বিদায় কারণে। আত্মারামে ধর্ম্ম তবে রাখিবে কেমনে।। যদি বা বলিযে কৃষ্ণ বিদায় কারণে। আত্মারাম ধর্ম্ম তবে রাখিব কেমনে।। যদি বা বলিবা কৃষ্ণ ভকত বৎসল। অভক্ত জনেরে ত্যাগ ইতি মন কব।। এ সব সন্দেহ বড় হৃদযে আমাব। কাহাবে পুছিব কেবা আছে আপনার।। বৈষ্ণবের পাদপদ্ম করো শিরো-পরি। শ্রীনরহরি দাস ঠাকুব আমারি।। সে পাদ ভরসে যুক্তি করোঁ অনুমান। যুক্তি পব হয যদি রাখিহ প্রমাণ।। ভূতাত্মা জীবাত্মা পরমাত্মা আর। ভুতের স্বভাবে সে জীবের অধিকার।। ভূমি জল বায়ু অগ্নি আকাশ আকাব। যাব সেই রূপে গুণে বিকাশ তাহার।। যে যার বিকার গুণ সে তাহা বিচারে। কাহার স্বভাব ধর্ম্ম কেহো নাহি করে।। সকল ইন্দ্রিয় রাজা মন সে প্রধান। সভাব স্বভাবে রমে নাহিক এড়ান।। ভূতাত্মা রমণে তেঞি নাম আত্মারাম।

আত্মারামেশ্বর এই তাব পরমাত্মা নাম॥ অন্তরে উপজে আগে তভু দ্বারে কর্ম্ম। সেকালে সর্ব্বাত্মা মেলি হয় এক ধর্ম্ম ॥ সেইত বাসনা যার উপজে আপনে। হয় নহে কৈল নহে কাহার পরাণে ॥ কোথা হৈতে আইসে সে কাহার বশ নহে। সর্ব্বেন্দ্রিয়ময় জীব তাহাতে মিলায়ে॥ জীব আত্মার বশ নহে জীব তার বশ। কি কহিব পরমাত্মা ধর্ম্ম মহারস॥ যে পুনঃ বাসনা রাজ তার মর্ম্ম শুন। সংযোগ বিয়োগ তার না হয় জনম॥ আত্মা আত্মা একাকার নাহি হয় ভিন্ন। সুখেতে উপজে তার দুঃখ বিহীন॥ সেই আত্মারামেশ্বর সেই আত্মারাম। যোগেশ্বর বলি তেঞি নাম তার কাম॥ যোগেশ্বরেশ্বর পরমাত্মা মহাকাম। লীলা লাবণ্য রস লাবণ্যাচ্ছ-পাম। আত্মারামেশ্বর যাকে কহে ভাগবতে। যোগেশ্বরেশ্বর বলি তাকে মোর চিত্তে॥ এ রস ভজনা যার কহি তাহা শুন। ভজিতে পরমা ভক্তি লিখি যার গুণ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

যা যা ভজন্তিদাম্পত্যে তপসা ব্রতচর্য্যয়া।
কামাত্মানোপবর্গেষং মোহিতামাযযার্হি মে॥

দাম্পত্য ভজনা সেই রুক্মিণী দেবী। ভিন্নাকাঙ্ক্ষে ভজে সেই কাম তত্ত্ব সেবি॥ গোপাঙ্গ বেহার নহে

প্রকট সভার। সৃষ্টিরূপা কাম সেই বাঢ়য়ে সংসার॥ নির্ব্বোধ না হয় সে নাহিক অনুরাগ। যোগেশ্বরেশ্বর ধর্ম্ম ব্যভিচার ভাব॥ অলৌকিক অবৈদিক শ্রেষ্ঠ সভাকাব। সেই ভাব ভজে গোপী কবে ব্যভিচার॥ অনুরাগ ভক্তি হয়ে অনুরাগাধিক। এই ভাবে বন্দি এই সভার অধিক॥ বিলাস বিগ্রহ রাধা কৃষ্ণের সমান। না জানিয়া ন্যূন বুদ্ধি করে অগেয়ান॥ দেহ মাত্র বিলাস তাতে স্ত্রী উপাধিকা। তাহেত রুক্মিণী তাহে অধিক রাধিকা॥

অত্র প্রমাণং বৃহদ্বিশ্বপুরাণে।

স্বরূপমন্যাকারং যত্তস্যভাতি বিলাসতঃ;
প্রায়েণাত্মসমং শক্ত্যা সবিলাসনিগদ্যতে।১৬।

তথাহি নারদপঞ্চরাত্রে।

এবং সৃষ্টিক্রমঃ কিন্তু ভাবোস্ত্যন্যাতি দুর্ল্লভা।
পরাণাং যোষিতামেব পরমে পুরুষোনিশং।১৭।

এতেকে কহিযে রাধা সানুরাগ প্রেমা। রাস বিলাস রস লাবণ্যের সীমা॥ মহারস বিলাস বিগ্রহ বৃন্দাবনে। মহাবসা গোপীগণ ছাড়িল কেমনে॥ কেমনে ছাড়িল ইহাকে জানে কারণ। অনুমানে কহি ইহা তাহা কিছু

শুন ॥ বুদ্ধি অনুরূপে আমি কহিব এখন। যুক্তি পর হয় যদি রাখিহ বচন ॥ পূর্ণ পূর্ণতর পূর্ণতম অবতার। এক অঙ্গে তিন বিলাস সম ব্যবহার ॥ এই যে কহিল কথা অপ্রমাণ নহে। শাস্ত্র জানিয়া রূপ সনাতন কহে ॥

তথাহি।

গোকুলে মথুরায়াঞ্চ দ্বারাবত্যাং ততঃ ক্রমাৎ।
হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণ ইতি স্মৃতঃ ॥
কৃষ্ণলীলা ত্রিধাপ্রোক্তা তত্তদ্ভেদৈরনেকধা।১৮।

এতেকে কহিযে কৃষ্ণের তিন অবতার। যখন যে লীলা হয় তাহার বিচার ॥ আর কেহো অবতার যুগের স্বভাবে। কেহো অংশ অবতার হয় যথা লাভে ॥ পূর্ণ অবতার হয় অনেক শকতি। মহাবিষ্ণু নাম পূর্ণ সবে এক ব্যক্তি ॥ যার লোমকূপে উপজয়ে ব্রহ্ম ডিম্ব। ডিম্ব মধ্যে হয় ভব বিরিঞ্চির জন্ম ॥ নিশ্বাসের কালে অবলম্বে অবতার। নিশ্বাস বিলয়ে হয় সভার সংহার ॥ হেন মহাবিষ্ণু অবতার যার লিখি।" যুগাবতারাদি যতেক বলি বাকি ॥ মহাবিষ্ণুর পর হয় বৃন্দাবন নাথ। ইচ্ছা বশা মহারসা, রাধিকার সাথ ॥ নিজ নিজ ধর্ম্ম বৃন্দাবনের বিহার। ছাড়িয়া লইল জন্ম যেন আরবার।" পূর্ণতম ছাড়ি পূর্ণতর মথুরাতে। পূর্ণ অবতার লিখি

দ্বারকা পুরেতে ॥ এইত কারণে মোর চিত্তে অনুমান। কহিল লোচন কথার এই সমাধান ॥

যে নিমিত্তে ছাড়ে তার কহিব কারণ। যেমনে ছাড়িল তার শুন বিবরণ ॥ মহারস বাধা মহারস প্রভু আপে। দোহেঁ দোহাঁ রূপ দেখে রসের প্রতাপে ॥ আপনে সে মহারস লয় মহারস। আপনা আপনি রমে আকার ভেদ যশ ॥

অত্র প্রমাণং।

রসোবৈসরসং হ্যেবা য়ং লব্ধানন্দীভর্বতি ।১৯।

আপে রস রস রসে কেমন বিধান। আপনা আপনে রমে হৈলে হয় জ্ঞান ॥ এক জ্ঞানে প্রেম ভক্তি উপজে কেমনে। প্রেমা বিনে অনুরাগ না হয় কখনে ॥ অনুরাগ সনে প্রেমা হবে এক যোগ। তবে উপজয়ে ভাব বিলাস সম্ভোগ ॥ ভক্তি প্রেমা অনুরাগ ভাবের কারণ। চাতুরি করয়ে কৃষ্ণ শুন সর্ব্বজন ॥

তথাহি গীতায়াং।

অহং সর্ব্বস্বপ্রভবো মত্তঃ সর্ব্বংপ্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বাভজন্তিমাং বুধাভাবো সমন্বিতা ।২০।

আমিহ সত্তার স্থানে আমা হৈতে জন্ম। আমা বহি কেহো নাহি কহিল এ মর্ম্ম ॥ ইহা জানি ভাব

যুক্ত হৈয়া ভজ মোকে। সুপণ্ডিত যে হয় বুদ্ধিবান লোকে॥ বুঝই কেমতে শ্লোকের ভাব ভজনা। অক্ষর ব্যাখ্যানে কহে জ্ঞান কহনা॥ বুঝিতে বিষম তেঞি ভাব বুদ্ধিবানে। বুদ্ধিহীন মুঞি তভু কহি অনুমানে॥ চাতুরি কৃষ্ণের হের শুন সর্ব্বজন। অনুমান ভাব ভক্তি পথের কারণ॥ আপনে পুরুষ হয় আপনে প্রকৃতি। দুই রূপে দোহেঁ হয় রসের আকৃতি॥ দোহেঁ এক বস্তু হয় আকারেতে ভিন। যেন মতে রসোৎপত্তি করযে তেমন॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

তৎকর্ম্ম হরিতোষং যৎসাবিদ্যা তন্মতির্যবা।
হরির্দেহ ত্রিধামত্মা স্বয়ং প্রকৃতিরীশ্বরঃ॥২১॥

পূর্ব্বে কহিল এই আছে সৃষ্টিক্রম। নারী পুরুষে ভেদ করি সেই ভ্রম॥ সৃষ্টির নিমিত্ত আর রমণ কারণ। এক বস্তু ভেদ ভেল শুনহ কারণ॥

তথাহি নারদপঞ্চরাত্রে।

স্বযংহি বহবোভূত্বা রমণার্থং মহারসঃ।
তস্মাতি রময়াবেমে প্রিয়যা বহুরূপয়া॥ ২২॥

এই যে কহিল সৃষ্টির রমণ কারণ। তাহাতে বল্লভ আর ভাবের ভজন॥

তথাহি।

এবং স্থিতিক্রমঃ কিন্তু ভাবোস্তাম্ভাতিদুর্লভং।
পরাণা যোষিতামেব পরমঃ পুরুষোনিশং।২৩।

দাম্পত্যে ভজন এই আছে স্থিতিক্রম। উপপত্য ভজনা এই ব্যাভিচার ধর্ম্ম॥ যোষিতে যোষিতে এক পর বলি নাম। রসেব বিলাস একি একি সেই কাম॥ স্বকীয় ভজনে নাহি বিচ্ছেদের ভয়। তেকাবণে ভাব তাতে নাহিক উদয়॥ উপপত্যে উপজবে ভাব অনুরাগ। তেকারণে বৃন্দাবনে রসেব বিলাস॥ বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা কৃষ্ণ বৃন্দাবন নাথ। রাস বিলাস শত শত গোপী সাথ॥ এক কৃষ্ণ কতগোপী কহিতে না পারি। প্রভু আরাধনে দেখে রাধাব চাতুরী॥ প্রভু ইচ্ছা পবিপূর্ণ কবিব কারণ। আপন সমান করি সৃজে গোপীগণ॥

তথাহি।

তদাসংরতি সংভূত্বা সম্ভোগবসবর্দ্ধয়ে॥
তদিচ্ছাত্ব প্রভাবেন সহ্বং সংযশসংরমা॥২৪॥

এই ভাব বৃন্দাবনে কৈল পরচার। কেমনে বুঝিব এই ভাবের বিচার॥ এতেকে বলিযে কৃষ্ণ পরম পুমান। পরকীযা নারী রাধা তাহাব সমান॥ বাধিকাব

সহচরী গোপী যুথে যুথে। তাহাতে কতেক যূথপতি শতে শত।। এতেকে কহিয়ে পরমাত্ম হন কৃষ্ণ। এই ভাবে ভজে গোপী রতিবসে তৃষ্ণ।। এতেকে জানিয়ে কৃষ্ণ ব্যভিচার ধর্ম্ম। এই ভাবে ভজে গোপী কহিল এমর্ম্ম।। বিচ্ছেদ কেমনে শান্তি হৈল তা সভাব। বিনি রতিবসে অনুভব হৈল তাব।। আত্মাব স্বভাবে শান্ত হৈল গোপীগণ। শান্ত হইল গোপী যাহাব কাঁরণ।। গোপীকে কহিলেন উদ্ধব কৃষ্ণের বচন। এতেকে কহিল সর্ব্ব পুরুষ কারণ।।

তথাহি।

ভবতীনাং বিযোগো মে নহিসর্ব্বাত্মনা ক্বচিৎ।
যথা ভূতানিভূতেষু কংবাস্বর্গীজনংমহি।।২৫।।

এ বচনে পূর্ব্ব স্মৃতি হৈল তা সন্ধার। কৃষ্ণ যেবা বস্তু যেবা আপন আচাব।। এতেকে কহিযে শ্লোক বুঝিতে বিষম। অনুভবে জানে যাব যেমন নিযম।। কৃষ্ণ বলে তোর মোব নাহি কিছু ভেদ। তোব মোব সর্ব্বাত্ম নাহিক বিচ্ছেদ।। তোব সর্ব্বেন্দ্রিয বিনে আমা নাহি গতি। মোব সর্ব্বেন্দ্রিয কভু তোমা নাহি ছাডি।। ভূতাত্মা আবাধে যেন ভূতাত্মাব স্থিতি। ভূতেব স্বভাব ধর্ম্ম নাহিক নিপিতি।। আবির্ভাবে অন্তর্ভাব এই মাত্র দুই। আবির্ভাবে তোর মোর

অবতার হই ॥ সর্ব্বত্র আমাতে আছে আপনি বেকত। সর্ব্ব সভাতে আছে পুনঃ অবেকত॥ সর্ব্বকাল সর্ব্বত্র আছয়ে প্রেম পথ। সর্ব্বত্র সভাতে আছে পুনঃ অবেকত ॥ অহঙ্কারে মরে লোক না জানে ভজনা। আমা নাহি জানে আর না জানে আপনা॥ তুমিত আমার প্রাণ আমি তোর প্রাণ। অনুভবে জানি এই শ্লোকের ব্যাখ্যান॥ যার অনুভব আছে সে বুঝিল কাজে। বুঝিয়া প্রবোধ পাইল নিজ হিয়া মাঝে॥ কহিল লোচন আমি কহি অনুমানে। হয় নয় বুঝি কহ সর্ব্ব বুদ্ধি বানে॥ ৫॥

আবির্ভাবে প্রেমভক্তি কেমনে সে হয়। সর্ব্বকাল ভগবান সাক্ষাত সে নয়॥ সাক্ষাতে সাক্ষাত হয় এবড বিষম। অনুভবে জানে ইহা অকথ্য কথন॥ পরম বিষম প্রেমভক্তিআচরণ। শুনিতে না শুনে কেহ পণ্ডিতসুজন॥ যেবা কেহো জানে সেহো কহিতে না জানে। কৃষ্ণের মরম কথা জানে বা কেমনে॥ বড বুদ্ধিবান ইহা বুঝিবারে পারে। হেন অধিকারী কেবা কোথাবা আচরে॥ অনীশ্বর হৈয়া সেই অহঙ্কার করে। তৎকাল বিনাস পায় অভিমানে মরে॥

অত্র প্রমাণং শ্রীভাগতে।

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপিহ্যনীশ্বর।
বিনস্যাত্যাচরনমৌঢ্যাদ্যথা রুদ্রোঽব্ধিজংবিষং।৯৬

তোমার সর্ব্ব আত্মাতে মোর সর্ব্ব আ · তে। কবহুঁ নাহিক ভেদ সভেই সভাতে।। আত্মা আধার দেখ ভূতাত্মার স্থিতি। বাত বরুণ অগ্নি আকাশ আর ক্ষিতি।। ইহার অন্তর আর কিছু শুন অন্ত। প্রমাণ আছয়ে ইহার কহিব স্বতন্ত্র।। ১

তথাহি।

একন্তু মহতঃস্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ড সংস্থিতং।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানিজ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে।২৭।

সর্ব্ব ভূতস্থ হৈছে হয় সভার শরণ্য। এ দোহার আরাধনে উপজয়ে পুণ্য।। সর্ব্বভূতস্থ নহিলে ফলে ভক্তে লোক। দেহ সমর্পণ নহে ঠাকুর পরোক্ষ।। দেহ ধর্ম্ম পরোক্ষি না পরোক্ষ কেমতে। এতেকে বৈসয়ে প্রভু সভার দেহেতে।। প্রকৃতি পুরুষ তাহে ভেদ উপাসনা। প্রকৃতি আপনা জানে পুরুষ আপনা।। কৃষ্ণের করুণা ইহা জানে যেই জন। অহঙ্কার হৈতে হয় তাহার মরণ।।

অত্র প্রমাণং।

অসুরবালকং প্রতি প্রহ্লাদ বাক্যং।

কোঽতিপ্রয়াসোঽসুরবালকো,
হরেরুপাসনো স্বহৃদিছিদ্রবৎ সতঃ।

স্বস্যাত্মনোসখ্যব শেবদেহিনাং,
সামান্যতঃ কিং বিষয়োপিপাদনৈঃ ॥ ২৮ ॥

সর্ব্ব ভুতস্থ প্রভু এইত কারণে। ঐক্য নিমিত্ত ভক্ত ভয় পায় মনে॥ ঐক্য নহিলে দেহ সমর্পণা নহে। দেহের যে ধর্ম্ম সেই থাকে সেই দেহে॥ দেহ ধর্ম্ম সমর্পণা পরোক্ষ কেমতে। ঐক্য নহিলে ধর্ম্ম থাকে সেই ভূতে॥ ঐক্য সমর্পিযা দেহ ধর্ম্ম ভক্তি যোগে। শুদ্ধ হৈয়া পড়ে তবে প্রেম ভক্তি ভাবে॥ অন্তর্ভাবে কেমতে কেমতে আবির্ভাব। অন্তর্ভাব কেমন কেমন বহির্ভাব॥ ইহার বিচার আমি কহিব এখন। ঘৃণা না করহ যদি সুহৃদয়ে শুন। বাত বরুণ তেজ আকাশ আর ক্ষিতি। সভাকার সভাতেই আছয়ে বসতি॥ এক মুখ্য করি অনুগত রূপ আর। সভেই একত্র পুনঃ কার্য্য করি তার। সুখ বিনু কেহো কার নাহি করে কর্ম্ম। এক নহিলে কেহো নহে কহিল এ মর্ম্ম॥ তেকারণে কহিয়ে সভাতে ভেদ নাই। প্রকৃতি পুরুষ দুই দেখ এক ঠাঞি। এই পঞ্চ ভূত আত্মা পাঁচ দিয়া পূর॥ পঞ্চ বিংশতি তত্ত্ব হই লেখা কর॥ এইখানে পল্লবেরে তরু করি আন। সভে এক ফল ধরে হৃদয় পঙ্ক মান॥ দশশতদল ফুল কি কিঞ্জল্ক সহিত। বাসনা বিষম এই হৃদয় মিশ্রিত॥ এক ফলে উপজে ফল-

কাম মহাধন। সবীজ সুস্বাদ ফল সরস সুঠাম ॥ সে বীজে উপজে জীব ভাব তেন মন। তবে যে উপজে ভাব বিলাস উত্তম ॥ এক দীপে আর দীপ জ্বালিযে যেমনে। ছোট বড় নাহি তার সমান ধরমে ॥ কেমনে উপজে জীব কারণ কি তার। এইত কারণে কৈল বিভিন্ন আকার ॥ প্রকৃতি হইলা কৃষ্ণ পুরুষ আপনে। বিভিন্ন আকার হৈলা রমণ কারণে ॥ রমণ কারণ দুই কহিব তা পিছে। অন্তর্ভাব বর্হির্ভাব দুই দেখ কাছে ॥ বিলাস কারণ আর সৃষ্টির কারণ। বিলাসে উপজে প্রেম ভাবের লক্ষণ ॥ সৃষ্টি হেতু রমণ দাম্পত্য বেদ মত। উপপত্যে রমণ সে বেদ অসম্মত ॥ সেই স্ত্রী সেই পুরুষ সেই সে আকার। এক সৃষ্টি হেতু বিলাস হেতু আর ॥ দাম্পত্যে উপপত্যে কেবা করে ভেদ। এক ব্যতিরেক আর কি বিশেষ খেদ ॥ এইত বিচার যেই করে মহাজন। বিবরি কহিব কথা মন দিয়া শুন ॥ বীজের সে এক ফল দোহাঁর দুইগুণ। মধুর সুস্বাদ ফল বীজ রসহীন ॥ জীবাত্মা পরমাত্মা প্রকৃতি পুরুষ। আত্মা অংশে জীব পরমাত্মা অংশে রস ॥ বীজ অংশে সৃষ্টি হয সকল সংসার। অবৈদিক রস অংশে পরম বেভার ॥ দাম্পত্যের সৃষ্টি উপপত্যের বিলাস। হেকারণে বৃন্দাবনে প্রভু কৈল বাস ॥ দাম্পত্যে উপপত্যে কি গুণ কাহার। বিবরি

কহিব কিছু তাহার বিচার॥ দাম্পত্যে ভজে যেই বেদে সেই ভাব। বেদের সম্মত তবে জাতি কুলাচার॥ কৃষ্ণপতি আমি পত্নী এই সে সম্বন্ধ। এই ভাবে ভজে গোপী নির্ব্বেদ নির্ব্বন্ধ॥ ও কৃষ্ণ স্বামি বলি তার ভাব অন্তর। তিলেক বিচ্ছেদ নাহি করে তার ডর॥ উপপতি যার ভাব গৃহে পতি আছে। পতিকে অধিক সেই কৃষ্ণে করিযাছে॥ পর পতি পতি কৃষ্ণ করিয়াছে বুকে। এখন ছাড়যে পাছে এই ভাব থাকে॥ বিচ্ছেদের ডরে তারা বাঢে অনুরাগ। অনুরাগে বাঢে উদ্দীপন আদি ভাব॥ নির্ভর প্রেম যে এই অবশ শরীর। আত্মা বিস্মৃতি হয় চিত্ত নহে স্থির॥ স্তম্ভ স্বেদ কম্প পুলকাশ্রু প্রণয়। বিবর্ণতা স্বরভঙ্গ অনুরাগ হয়॥ অনুরাগ বিনু প্রেম নাহিক তদাত্ম। কে কহিতে পারে অনুরাগের মহত্ত্ব॥ রাধিকা যে কৃষ্ণ করে কৃষ্ণ করে রাধা। হেন অনুরাগ হয় কাহার আস্পর্দ্ধা॥ অনাদি সে মহারস পরম পুরুষ। সহজ সে অনুরাগ না জানে মুরুখ॥ বীজের সে ন্যূনাধিক কহিল এ তত্ত্ব। অনুভব জানে যার এতেক মহত্ত্ব॥ বীজ রসে এক ফল শুনহ বিচার। আবির্ভাব দুই অন্তর্ভাব একাকার॥ আবির্ভাবে অন্তর্ভাবে সর্ব্বত্র সর্ব্বথা। সর্ব্বকাল লিপ্ত এই নাহিক অন্যথা॥ ইহার প্রমাণ কহি শুন সর্ব্বজন। অসুর বালক প্রতি প্রহ্লাদ বচন॥

তথাহি।

কোঽতিপ্রযাসো হসুরবালকো,
হরেরুপাসনে স্বহৃদিচ্ছিদ্রবৎ সতঃ।
স্বস্যাত্মনোঃ সখ্যরশেষ দেহিনাং,
সামান্যতঃ কিং বিশেষোপপাদনৈঃ ॥

নিজ হিয়ায় প্রভু আছয়ে বর্ত্তমান। কি অতি প্রয়াস তার উপাসনা জান।' স্বকীয় জনের আত্মা সেই জন আছে। অশেষ দেহের আত্মা কহাঁ নাহি বাছে॥ কার আত্মা কার সখা বাহ্য কি কারণ। সর্ব্বজন জানে কৃষ্ণ সভাকার প্রাণ॥ নিজ পর ভেদ কর কিবা দোষ গুণে। কি গুণে বা নিজ হৈল পর হৈল কেনে। ভাব অনুরূপ প্রভু ভাববশ হৈয়া। সখা রূপে আত্মা কিবা আত্মরূপ হৈয়া॥ অভক্ত যে জনা সেই অহঙ্কারে মুগ্ধ। কর্ম্ম বন্ধে বদ্ধ সেহ এ সংসার দগ্ধ॥ কর্ম্মবন্ধে বদ্ধ হৈয়া ভ্রমে নানা যোনি। তভু প্রভু দয়া করে সেহো আপনি॥ কৃষ্ণ ব্যতিরেক জীব জীবে বা কেমনে। লিপ্ত হৈয়া সখাপনা করয়ে আপনে॥ অভক্ত জনের কথা কহি তাহা শুন। ভজন করয়ে দেহ ধর্ম্ম সমর্পণ॥ দেহেন্দ্রিয়গণ যত যার যেই ধর্ম্ম।' কৃষ্ণে সমর্পির তবে এই ভাব কর্ম্ম॥ দেহ বিনু দেহ ধর্ম্ম কোথাও না যায়। সেকারণে আত্মা হইয়া আছয়ে

হিয়াব॥ জীবেহ জানয়ে পবমাত্মা মহারস। সেই সে স্বতন্ত্র মুক্তি জীব তার বশ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহং।
মদন্যন্তেনজানন্তি নাহং তেভ্যোমনাগপি।২৯

এতেকে যাহার বস্তু তাহে সমর্পয়ে। আত্মা নহিলে এই ভক্তি কেন মতে বহে॥ প্রহ্লাদ কহিল এই অন্ত-র্ভাব জ্ঞান। ইহারে সেবিলে শুন ভক্তিযোগ নাম॥ ভক্তিযোগ সমর্পিযা যদি হয শুদ্ধ। নহিলে কর্ম্ম করে তাহে হয় বদ্ধ॥

তথাহি।

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্প্রণিহিতে মনে।
অপশ্যৎ পুরুষংপূর্ণং মাযাঞ্চ তদুপাশ্রয়া॥৩০।
সুজনাভ্যাং বহিঃশুদ্ধাং ভাবশুদ্ধি তথান্তর।
অন্তঃশুদ্ধি বিহীনশ্চ যা কৃতাক্রিয়তে স্বনৈঃ।৩১

ভক্তিযোগে অন্তর্ভাব কর্ম্ম এড়াবারে। কি অধিক শোভা কৃষ্ণ ভাব নাহি ধরে॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

নৈষ্কর্ম্মমপ্যচ্যুত ভাব বর্জ্জিতং,
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনং।

কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে,
নচার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণং ।। ৩২ ।।

ভেকাবণে পুনঃ আব কহি এক শ্লোক। মন দিয়া সুবিচাব শুন সর্ব্বলোক।।

তথাহি।

নহ্যচ্যুতং প্রণযতো বহ্বায়াসোহসুবাত্মস্বাঃ।
আত্মত্বাৎ সর্ব্বভূতানাং সিদ্ধত্বাদেহ সর্বতঃ।৩৩।

স্নেহ ভক্তি ভাব যেবা কবযে অচ্যুতে। বহ্বা আশ কি অধিক তাহাব তাহাতে।। কৃষ্ণের মমত্ব এই সর্ব্ব জীবে আছে। মমত্ব লাগিয়া নিরন্তব থাকে কাছে।। মায়া বদ্ধ জীব তেঞি না দেখে সাক্ষাতে। নির্ম্মল আত্মাতে তাবে দেখি পৃথিবীতে।। পৃথিবীতে সর্ব্বকাল সর্ব্বত্র আছয়। শুদ্ধ হৈতে পাবে যদি মাযা নাহি চোঁয।। মাযা মুগ্ধ জনে ইহা না কহিয় কভু। বর্ত্তমানে পৃথিবীতে আছে সেই প্রভু।। বিষয়ে অমৃত বলি স্বাদ পায খাইতে পদব্রজে সমুদ্রেতে পাবে পার হৈতে।। সেই সে বুঝযে এই সাক্ষাত ভজনা। কহিতে না আইসে মুখে না যায কহনা।। বৃন্দাবনে ক্রীড়া কৈল গোপীগণ সনে। অবৈদিক দেখিয়া সন্দেহ ভক্ত জনে

পরীক্ষিত রাজা ইহা পুছে শুকদেবে। যুগপ্লুত ধর্ম্ম প্রভু কেন কৈল এবে॥ কোন অবতারে হেন নাহি করে কর্ম্ম। আপনে ঈশ্বর কেনে লঙ্ঘে বেদ ধর্ম্ম॥ অনেক সিদ্ধান্ত ইথে শুকদেব কঞা। শেষে যে সিদ্ধান্ত দেই শুন মন দিয়া॥

তথাহি।

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যা শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ।৩৪

মায়া মুগ্ধ জন ইহা শুনিতে না জানে। অধিকারী নহি ইহা কহিব কেমনে॥ বৃন্দাবনে গোপীসনে প্রভু কৈল বাস। প্রেমযুক্ত কৈল গোপী কৈল অনায়াস॥ অনুগ্রহ কৈল ভক্ত জনের নিমিত্তে। সর্ব্বকাল প্রেম ভক্তি হয় কোনমতে॥ অসাক্ষাতে প্রেমভক্তি না হয় সে কভু। বৃন্দাবনে একমাত্র সাক্ষাত সে প্রভু॥ আর যত অবতার বেদ বিধি বশ। বৃন্দাবনে অবৈদিক মাত্র প্রেম রস॥ সর্ব্বকাল সর্ব্বত্র সে এভক্তি কেমতে। স্ত্রীর ভজনা পুরুষ ভজিব কেমতে॥ পুরুষ করিবে এই ভক্তি ঈশ্বরে। পুরুষ ভক্তকে দয়া কেমনে বা করে॥ প্রেম ভকতি এই সব ভক্ত বলে। প্রেমভক্তি নাহি হয় ইহা না করিলে॥ ক্রীড়া পর কেমতে বা হয় সর্ব্ব

ভক্ত। গোপী ভাবে কেমনে বা কহে অনুরক্ত॥ এতেকে কহিযে ইহা কহনে না যায। কহয়ে লোচন জ্ঞানে কৃষ্ণের কৃপায॥ ৬॥

অবহ যে কহি আমি তাহা কিছু শুন। প্রহ্লাদের বাক্য কিছু কর অবধান॥ প্রীত কবি ভজনে প্রভুর আত্মাআত্ম। অনায়াশে কহে শ্লোক এই সে নিমিত্ত॥ আত্মায়ে আত্মা বলি বাখান কি বুদ্ধি। আত্মা হইলে প্রীত সম্বরে কোন বিধি॥ অচ্যুত প্রণীত ইহা কহে ভাগবতে। আত্মা হইলে প্রীত সম্বরে কোন মতে॥ আত্মাতে আত্মা বলি বাখানে এতেকে॥ মমত্ব আছেন প্রভু সকল জীবকে॥ অল্প জ্ঞানে যাহা সভে না জানে মহত্ত্বে। অহঙ্কারে মত্ত কৃষ্ণ না করে মমত্বে॥ সেই সে মমত্ব করে জীব জানে নাই। আঁখি অগোচরে বলে শ্রীকৃষ্ণ গোসাঞি॥ তাহা সনে প্রেমভক্তি হয কোন মতে। সাক্ষাতে না বুঝি ভাব উপজে কেমতে॥ তেকারণে আর কিছু কহি বিবরিয়া॥ সর্ব্বত্র ভাব সিদ্ধি দেখি বিচারিয়া॥ সর্ব্ব জীবে আছে সেই প্রভুর আত্মত্ব। আত্ম ভাবে কে আছে সর্ব্ব সিদ্ধত্ব॥ ইহা বলি পৃথিবীতে সর্ব্বত্রেই সিদ্ধ। এতে কেহো না বুঝি বেদ মায়া মুগ্ধ॥ মায়া আচ্ছাদিত হিয়া নাহিক প্রকাশ। বুদ্ধি হীন তেঞি কৃষ্ণে কহিয়ে আকাশ॥ অনায়াশে কৃষ্ণ পাবে পৃথিবী হইতে।

পুনঃ পুনঃ এই কথা কহে ভাগবতে ।। ইহার প্রমাণ কিছু কহিব এখন। মন দিয়া শুন সভে প্রভুর বচন।।

তথাহি।

পশ্যন্তি তে মেরুচিরাণি সন্ত,
প্রসন্নবক্ত্রারুণ লোচনানি।
দিব্যাণি রূপাণি বরপ্রদানি,
শাকং বাচং স্পৃহনীযং বর্দান্তি ।।

সবে জানি মহাপ্রভু সবে সেই এক। বক্তা কিবা রূপ কেন লেখয়ে অনেক ।। এই দিব্য রূপ ব্যক্ত আছয়ে যাহাতে। তাহা সনে আমা দেখ কহে ভাগবতে ।। কাহাতে আছয়ে রূপ কর অনুমান। প্রভু কহে রূপ সমে দেখ বিদ্যমান।। ইহা বিনু আর শ্লোক কহে বিবরিয়া। সাবধানে সব জন শুন মন দিয়া ।।

তথাহি।

তৈর্দর্শনীয়াবয়বৈরুদার,
বিলাসহাসেক্ষিত বামসূক্তৈঃ। ইত্যাদি।

অবয়ব কহে প্রভু দৃশ্য বলিয়া। উদার বিলাস তাতে বিশেষ করিয়া ।। তাকে দেখে সেহো দেখে ইঙ্গিতেই কহে। মনোহর মূর্ত্তি তাহে কভু আন নহে ।।

এ দেহে বহিল যার আত্মায় পবাণ। অন্তবাত্মা বহি-
বাত্মা কবিব বাখান॥ অন্তর্বাহ্য জ্ঞান আব না থাকে
যাহার। জিতেন্দ্রিয় হৈয়া কবে সকল আচাব॥ এই
ভক্তি আচবণে জীব মুক্তি কাঁছে। আপনে আইসে
সেই কেহো নাহি ইচ্ছে॥ এই ভক্তি আচরণে রাগ-
ময প্রেমা। মুক্তি সনে দায নাহি ভাব নেনা দেনা॥
সূর্য্যের উদয় যেন কিবণ উদয়। ভক্তিব কাবণে মুক্তি
আপনে সে হয॥ মনে মনে কি বুঝহ সর্ব্বভক্ত জনে।
পৃথিবীতে আছে এই শ্লোকের বাখানে॥ বিদ্যমান
সর্ব্বকাল আছে পথিবীতে। রূপে গুণে বিলসে সে
ভাবের সহিতে॥ বহিলে না বুঝে প্রভু কি কহিব
আব। কহযে লোচন দীন হীন বুদ্ধি যাব॥ ৭॥

এতেকে কহিযে সভে মন দিয়া শুন। আপনে
কহিছে প্রভু আপনাব গুণ॥ অন্তর্ভাব আবির্ভাব
সর্ব্বত্র সর্ব্বথা। সর্ব্বকাল বিদ্যমান নাহিক অন্যথা॥
এই অঁবতাব প্রভু নাম পবকাশ। প্রমাণ কহিযে মনে
করহ বিশ্বাস॥

তথাহি।

অনেকত্র প্রকটতা রূপস্যৈকস্যৈকদা।
সর্ব্বথা তৎস্বরূপৈব সপ্রকাশ ইতীর্য্যতে॥ ২৫॥

বিরহে বিহ্বল গোপী হইয়া বিস্মৃতি। কৃষ্ণের সন্দেশ আইল এই হৈল মতি॥ যার অনুভব সে বুঝিল সব কাজ। বুঝিয়া প্রবোধ পাইল নিজ হিয়' মাঝ॥

তথাহি।

এবংপ্রিয়তমোদৃষ্ট মাকল্য ব্রজযোষিতঃ।
তাউচুরুদ্ধবং প্রীতা স্তৎসন্দেশাগত স্মৃতি।২৬।

এইত কহিল সর্ব্ব যে জানি বিচার। অবিকাবি নহো মুঞি কি বলিব আর॥ বৈষ্ণবের পদধূলি করে মুঞি আশা। কহযে লোচন নবহবিব ভবসা॥ ৮॥

আওর কহিব কিছু মরমের ব্যথা। মহারাসের বেলাতে শ্রীভাগবত কথা॥ মহামহারাস মহোৎসবের বেলে। বিহ্বল হইয়া গোপী কৃষ্ণ করি কোলে। নির্ভর প্রেমায গোপী কিছুই না জানে। আচম্বিতে অন্তর্ধীক্ষে কৃষ্ণ সেইক্ষণে॥ সভাকে এড়িযা এক গোপী লৈযা গেলা! ভ্রমযে কান্দিয়া গোপী বিরহে বিহ্বলা। কেনে বা সভাকে ছাড়ি কেনে এক সঙ্গ। এমন সমযে কেন কৈল সঙ্গ ভঙ্গ॥ এবড় সন্দেহ মোর হৃদয়ের ব্যথা। অন্তর কহিব কিছু মরমের কথা॥ কৃষ্ণ হারাইয়া গোপী হৈল অচেতন। বিহ্বল হইয়া গোপী বুলে বনে বন। বৃন্দাবনে মৃগ পাখি তরু লতা

যত। একে একে পুছে গোপী হৈয়া মুরছিত ॥ বিকল হইয়া গোপী না পায উদ্দেশ। কৃষ্ণগত চিত্ত তারা ধরে নানা বেশ॥ কেহো কৃষ্ণ হয়ে কেহো হয়েত শকট। কেহো দৈত্য হয়ে মূর্ত্তি ধরয়ে বিকট॥ কেহো বা পূতনা হয়ে পিয়ায়েন স্তন। কৃষ্ণ হৈয়া স্তন কেহো পিয়যে বদন॥ এবড সন্দেহ মোর ঘুচাইবে সেহ। কি ভাবেও স্তন পিয়ে কি ভাবেও দেহ॥ ব্যভিচার ভাবে ভজে বাসে বৃন্দাবনে। সেকালে বিচ্ছেদ ভাব এভাব কেমনে॥ কেনে বা পূতনা হয়ে কৃষ্ণের সে বৈরি। এমন কেন বা হয় বুঝহ বিচারি॥ এমন সন্দেহ হিয়া লাগিল আমার। এবুক বিদার কথা শুন হের আর॥ সব গোপী ছাড়ি কৃষ্ণ নিরপেক্ষ হৈয়া। ছাড়িতে নারিল যাহা গেল সঙ্গে লৈয়া॥ কি গুণে তাহারে কৃষ্ণ ছাড়িতে নারিল। কত দূর গিয়া কেনে তাহারে ছাড়িল॥ এমন প্রিয়সী যে তাহারে কেন ছাড়ে। কেনে বা তাহার ভাবে এ প্রমাদ পাড়ে॥ ইহাকে অধিক আর এ বড় সন্দেহ। শুক মুখ বাক্য আর ঠেলিব বা কেহ॥ রাস বিলাস যত কৈল বৃন্দাবনে ভাবে বশ হৈয়া খেলে গোপীকার সনে॥ কামিনী জনার দৈন্য আর স্ত্রীর ভুবাস্বতা। দেখিবার লাগি কৈল সবস মমতা॥ আত্মারাম আত্মারত আর অখ-ণ্ডিত। তথাপি রমিল প্রভু এইত ইঙ্গিত॥

তথাহি।

রমে তয়া আত্মরতঃ আত্মরামোপ্য খণ্ডিতঃ।
কামিনাং দর্শয়ন্ দৈন্যং স্ত্রীনাঞ্চৈব দুরাত্মতা॥

এইত কারণে কৈল এত পরিশ্রম। আমার হৃদয়ে লাগে এবড় বিভ্রম॥ একথায় মোর মন না প্রত্যয় কভু এইত কারণে কেনে এত কৈল প্রভু॥ উদ্ধব কহিল প্রভুর প্রশংসা বচন। জুগুপ্সিত জনে স্তব করে কি কারণ॥ স্তব মাত্র করে উদ্ধব এই নহে পুনঃ। ভাবের মহিমা দেখি কহে তাহা শুন॥

তথাহি।

আশা মহোচরণরেণু যুষা মহস্যাং,
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাং।
যাদুস্ত্যজ স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা,
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতির্ভির্বিমৃগ্যাং। ৩৮।

গোপিকার পদরেণু প্রতি আশা আশে। বৃন্দাবন মাঝে গুল্ম লতা জন্ম ইচ্ছে॥ কৃষ্ণের সম্বন্ধে করি গোপীর গৌরব। সেই কৃষ্ণ সনে ভাব নিতি অনুভব॥ সেই পাদপদ্ম রেণু সুলভ তাহার। সে থাকিতে আশা কেন করয়ে তাহার॥ ইহলোক স্ত্রীর বশ আর আর্য্য

পথ। সকল ছাড়িবা গোপী ব্যভিচারে রত।। উদ্ধব কি নাহি জানে এসব চরিত। জানিয়া শুনিয়া কেন কহয়ে কি রীত।। বেদ অগোচর যেই সে চরণ সেবে। তবে কেনে অল্প জ্ঞান কর শুকদেবে।। উদ্ধব কহিল যত ব্যর্থ হৈয়া যায। তেকারণে এই ব্যাখ্যা হিযায না সান্তায।। শুকদেব বাক্য কেহো বুঝিতে না পাবে। না বুঝিযা শ্লোক বাহ্য ব্যাখ্যা সেই করে।। সেই শ্লোকের মর্ম্ম ব্যাখ্যা ভিন্ন আর আছে। ব্যক্ত হৈব সেই শ্লোক কহিব তা পাছে।। যে সব মহিমা শাস্ত্রে শুনি গোপি-কার। তার সম এজগতে কার অধিকার।।

তথাহি।

নায়ংশ্রিয়োঽঙ্গ উনিতান্তরতেঃ প্রসাদ,
স্বর্য্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যা।
রাসোৎসবেস্য ভুজদণ্ড গৃহীতকণ্ঠ,
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্‌ব্রজসুন্দরীণাং।। ৩৯।।

আপনে শ্রীদেবী যার সম প্রিয় নহে। পদ্মনিপদ্ম গন্ধা স্বর্য্যোষিত নহে।। এতেকে বলিয়ে গোপী গণের বড়াঞি। তবে কি কহিল শ্রীশুকদেব গোসাঞি।। আর কি কহিল উদ্ধব শ্লোকের সন্দেহ। কোথা বৃন্দা-বন কোথা লক্ষ্মী দেবী সেহ।। কেবা স্বর্য্যোষিত সেই

ছিল রাসোৎসবে। অন্য বলি আর কাবে কহয়ে উদ্ধবে।। অলপে না বুঝি ইহা শ্লোকের কারণে। যে কিছু কহিব পাছে বুদ্ধি অনুমানে।। এখনে শুনহ শুকদেবের আখ্যান। মরম না জানি লোক করয়ে ব্যাখ্যান।। এতেকে কহিব শুন সন্দর্ভ বচন। বুঝিতে বিষম ভাগবত বিবরণ।। সেই সে বুঝবে ইহা অনুভব যার। বিনা অনুভবে মিছা করয়ে বিচার।। অনুভব না জানে বাখানে ভাগবত। তাহাতে বিষম বৃন্দাবনে রস যত।। এতেকে কহিব কথা পুছিব কাহারে। যেবা জানে সেবা কেনে পুছিব আমারে।। পুছিতে নাহিক কেহ হিয়া অনুমানি। বুদ্ধি অনুরূপে কহি যেবা কিছু জানি।। পরম সন্দেহ তার শুনহ বচন। নির্ভর রাসেতে কৃষ্ণ ছাড়ে যে কারণ।। নির্ভর রাসেতে গোপী পূর্ণ মনোরথে। নিজ ঘর পর সব পাসরিল চিতে।। স্বচ্ছন্দে আনন্দ ভেল মদন বিহ্বলা। কৃষ্ণের আনন্দে সাবধানে নৈল তারা।। আনন্দে আনন্দে এক গৌণ মুখ্য ভেদ। এ কার্য্য কারণ এই গৌণ পরিচ্ছেদ।।

তথাহি।

সহজানন্দমুগ্ধাস্তু মহানন্দস্বভাবতঃ।
নজ্ঞানন্ত্যাত্মনাং কিঞ্চিৎ তত্ত্বজ্ঞাচ কথং জনা। ৪০।

পরম স্বভাবে পূজা আপন স্বভাবে। ক্ষণে ক্ষণে কত এত সাবধান হবে।। যে দিনে স্বভাবে ভাব বৈ-গেল অধিক। সে দিনে ছাড়িল ক্ষীর নীরের পরিখ।। এ আর সন্দেহ কৃষ্ণ বিদগধরাজ। সে সময়ে রস ভঙ্গ কৈল কোন কায।। নিজ ধর্ম্ম করে নাহি করে সঙ্গ ভঙ্গ। আপনার ধর্ম্ম রাখে বাঢাবারে রঙ্গ।। অতি-রসে গোপীকা হইল রসময়। নিজ সুখে পাসরিল বিচ্ছেদের ভয়।। অনুরাগ হীন হৈলে বলি খণ্ড রস।। অখণ্ড বলিয়ে অনুরাগের পরশ।। সম্ভোগে বিচ্ছেদ নাহি থাকে ভাব ভয়। অখণ্ড বলিয়ে সে অধিক রস হয়।। কৃষ্ণের স্বভাব বৃত্তি কৃষ্ণ ইহা কহে। আমি যে কহিল ইহা অপ্রমাণ নহে।।

তথাহি।

নাহন্তু সখ্যো ভজতোপিতন্তূন্,
ভজাম্যমীশামনুবৃত্তিবৃত্তয়ে।
যথা ধনোলব্ধধনেবিনষ্টে,
তচ্চিন্তয়ান্যন্নিভৃতোন বেদ।। ৪১।।

এইত কারণে প্রভু করে সঙ্গ ভঙ্গ। এ আর সন্দেহ কেনে করে আর সঙ্গ।। এ সব গোপীতে আর তাহে সম নাহি। গোপী গোপী ভেদ ভাগবতে নাহি কহি।।

কার্য্যে বুঝহ এই ভাবের অধিকা। ইচ্ছারূপ প্রকৃতি সে নামেতে বাধিকা।। প্রকৃতি পুরুষ দুই আধার আ-ধেয়। তাহাঁ বিনে তিলেক থাকিতে নারে কেহ।। খেলার নিমিত্তে দোহে হৈলা আবির্ভাব। আপন স্বভাবে ভুঞ্জে রস অনুরাগ। তাহাতে কাহার কেবা ছাড়িয়াছে লেহ। ন্যূন অধিক অংশে ধরে দোহেঁ দেহ।। দুহুঁ দেহ এক স্নেহ করযে বিলাস। স্নেহ ভেদ মাত্র মদ মানের প্রকাশ।। এতেকে ছাড়িতে নারে রাধা প্রিয়তমা। নির্ভর নিবিড় স্নেহে প্রকাশযে প্রেমা।। নির্ভর প্রেমায় রাধা সোহাগে আগলি। অন্তর্বাহ্য নাহি রসে ভৈগেল পাগলি।। অতি রসে বশ গোপী হৈল রসময়। নিজ রসে পাসরিল বিচ্ছে-দের ভয়।। অতি রসে বশ হৈয়া আলুইলা দেহ। চলিতে না পারে প্রেমে মদ ভরে সেহ।। প্রেম মদে অবশ হইয়া বলে শুন। চলিতে না পারিলহ পারহ যেমন।।

তথাহি।

ন পারয়েঽহং চলিতুং নয়মাং যত্র তে মনঃ।।

প্রেমে যদি অবশ হৈয়া ভাবের স্বভাবে। সাবধান নয় রাধা এইত প্রমাদে।। অবশ তাহার দেহ ভৈগেল সে কালে। চলিতে না পারি আমা লও কোন বলে।।

চলিতে না পারি বলি না থাকিল কেনে। এ বড় প্রমাদে প্রভু ধরিলেক মনে॥ এই মনে করি প্রভু বলে তাহা শুন। কান্ধে করি লৈয়া যাই শুনহ বচন॥

তথাহি।

এবমুক্ত প্রিয়ামাহ স্কন্ধমারুহ্যতামিতি।
ততশ্চান্তর্দ্ধধে কৃষ্ণঃ সাবধূবন্নতপ্যত॥

তবে সেই কালে প্রভু ছাড়িল তাহারে। সেই পুনঃ ছাড়ে নিজ ধর্ম্ম রাখিবারে॥ তার ধর্ম্ম রাখে আর আপনার ধর্ম্ম। এইত কারণ শুন কহিল এ মর্ম্ম॥ আর শুন কহি কিছু আশ্চর্য্য কাহিনী। কৃষ্ণ হারাইয়া সব গোপী বিরহিনী॥ বিরহে বিহ্বলা গোপী খেলে যে যে খেলা। তার ভাব অনুরূপ না দেখি সে বেলা॥ শ্রীকৃষ্ণ ভজনা তার ব্যভিচার ধর্ম্ম। কৃষ্ণের বিচ্ছেদে মহা দুঃখ পায় মর্ম্ম॥ কৃষ্ণগত চিত্ত তারা কৃষ্ণ যবে হয়। আর যেই দেখি তাহা দেখি কৃষ্ণময়॥ এমন স্বভাব তার না হইল কেন। বিপরীত চরিত তার হৈল কি কারণ॥ ইহার কারণ যেই কহি তাহা শুন। সকল ভরসা নরহরির চরণ॥ যে বলান তাই বলি যে আইসে মনে। আমি বলি বলি কিছু না করিহ মনে॥ মহামহা-রাসোৎসব গোপী যুথে যুথ। অসংখ্য গোপিনী সঙ্গে হইলা একত্র॥ অসংখ্য গোপীকা তার কার কোন

ভাব। যার যেন অনুরূপ তার তেন লাভ।। গোপী গোপী ভেদ আছে শুন বিবরণ। ভাবে ব্যভিচার দেখ শুন সে কারণ।। শ্রুতিগণ অগ্নি পুত্র আদি মুনি যত। কৃষ্ণরসে মুগ্ধ তারা হিয়া মূরছিত। মুগ্ধ হৈয়া অনেক সে করিল স্তবন। স্তবে তুষ্ট হৈয়া তারে কহিল বচন।। তুষ্ট হৈয়া বর দিল হৈল ভগবান। যে পিপাসা তাহা দিব না করিব আন।। এ বোল শুনিয়া তারা বর মাগে পুনঃ। লজ্জা ভয় ছাড়ি কহে বেকত বচন।। তোর রূপে মূরছিত কামে অচেতন। স্ত্রী হৈয়া ভজ তোরে এই লয় মন।। আপন মনের কথা কৈল নিবেদনে। তোমার সঙ্গের গোপী যেন তোমা সনে।। এই বর মাগিল সে সব মহাজন। ইহার প্রমাণ কহি শুনহ বচন।।

তথাহি বৃহদ্বামনপুরাণে।

তথাতঃ শ্লোকবাসিত্ব কামতত্ত্বেন গোপিকা।
ভজন্তুং রমণোন্মত্তা চিকীর্ষাজনিন স্তথা। ৪৪।

এ বোল শুনিয়া প্রভু বলিল বচন। দুর্লভ দুর্ঘট এই হইব কেমন।। দিব বর বলি কৃষ্ণ কৈল তা সবারে। অবশ্য হইব আর কি বাক্য বিচারে।। পৃথিবীতে জন্ম আমি লভিব যে বেলে। সারস্বত কল্প পাঞা আর

ব্রহ্মার কালে।। ব্রজগোপী হৈয়া জন্ম লভিহ তাহা-
তে। তাতে তো সবার পূর্ণ হৈব মনোরথে।।

তথাহি।

আগামিনিবিরিঞ্চিতু যাতে স্রষ্টত্বমুচ্যতে।
কল্পাসাবস্বতং প্রাপ্য ব্রজেগোপী ভবিষ্যতি।৪৫

এতেক শুনিয়া সে সকল শ্রুতিগণ। আর যত
মুনিগণ অগ্নির নন্দন।। সবে আসি গোপীকুলে জন্মে
গোপী হৈয়া। বৃন্দাবনে গোপী হৈয়া রমে কৃষ্ণ লঞা।।
এই সব গোপী যত গণনা কে জানে। কৃষ্ণের পরম
প্রিয় নিজ গোপীগণে।। নিত্যসিদ্ধ বলি তারে কৃষ্ণের
প্রেয়সী. কৃষ্ণের সমান সেই হেন প্রায় বাসি।। আওর
গোপিকা তাহে জাতি যে মানুষী। কৃষ্ণের ভজনা
সুখে তারা সব দাসী।। রাগানুগা ভক্তি তার নিত্য
সিদ্ধানুগা। গোপিকার ভাব এই বিবিধ গোপিকা।।
শ্রুতিগণ মুনিগণ স্ত্রীর রূপ ধরে। কৃষ্ণের সহিত রঙ্গ
রব লভিবারে।। কৃষ্ণের ভাব আরোপণ হইল যে-
মনে। কৃষ্ণের বিচ্ছেদ দুঃখ সহে কার প্রাণে।। কাতর
হইয়া সেই নানারূপ ধরি। কৃষ্ণ যে করেন খেলা তেন
মত করি।। নিত্যসিদ্ধ গোপী তারা কৃষ্ণের বিচ্ছেদে।
কৃষ্ণের রহস্য স্থান বোলে খ্যাত খ্যাতে।। কেহ কেহ
কৃষ্ণময় ভাবের আবেশে। ত্রিভঙ্গ রহয়ে কেহো উভ

বান্ধে কেশে।। ক্ষণে ক্ষণে নাম গুণ গায়ত সুস্বরে। কৃষ্ণ বলি তমাল বৃক্ষেরে করি কোলে।। তদানুগা গোপী যেই শুন তার কথা। শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদে সবার মর্ম্ম ব্যথা।। নিত্যসিদ্ধ তদানুগা এক জাতি ভাব। সিদ্ধ সাধক দোহাঁর দুই লাভালাভ।। সিদ্ধ গোপিকার ভাবময় তনু তার। ভাব হৈয়া ভাব ভুঞ্জে ভাবের ব্যাভার।। কৃষ্ণ যেন আপনার বসে হয় লুব্ধ। তেন মত ভাব গোপী ভাব হয়ে মুগ্ধ।। তদানুগা যেই তার শুনহ চরিত। ভাবময় নহে করে কৃষ্ণে সে পিরিত।। ভাব নহে ভাব করে ভাবের সাধিকা। বিচ্ছেদে সে রসাবেশে আস্বাদে অধিকা।। রসাবেশে রসময় সহজেই সেই। সে কালে সে স্বাদ নহে কি করিব সেই।। এইত কহিল সব গোপিকার ধর্ম্ম। আওর কহিব কিছু শুকদেবের মর্ম্ম।। এতেক কবিল কৃষ্ণ রাস বৃন্দাবনে। স্ত্রীর দুরাত্মতা কামীর দৈন্য দরশনে।। আত্মারাম অখণ্ডিত আত্মরৎ হৈবা। তথাপি রমিল ইহা দেখাব বলিয়া। অল্পকার্য্যে গুরুশ্রম না আইসে যুকতি। তবে যে কহিল এক তাহে দেহ মতি।। আত্মারাম আত্মরত আর অখণ্ডিত। তিন বিশেষণ কৃষ্ণ কে বুঝে ইঙ্গিত।। আত্মারামে আত্মা রত কিবা কর ভেদ। অখণ্ডিত বলি কিবা কহে কর খেদ।। আত্মাতে যে রমে তারে বলি আত্মারাম। আর কি

বুঝহ বাজ আত্মাবত নাম।। স্বআত্মা রত কৃষ্ণ আত্মা রাম জীব। স্বশব্দে ভূতাত্মাব আত্মাবাম জীব।। তত দ্ভাত্মা এ মমতা না দেখহ কেনে। ভগবান আপনে বমে গোপীর বচনে।।

তথাহি।

প্রপদাক্রমেণ এতে পশ্যাতা সকলে পদে।
কেশ প্রসাদনং হৃত্র কামিন্যা কামিনাকৃতং।৪৬।

আত্মা রত কৃষ্ণ আত্মাবাম হয জীব। ভূতাত্মাব আত্মাবাম দুই অখণ্ডিত।। স্ব শব্দে ভূতাত্মা হয আব আত্মা জীব। দুইতেই পবমাত্মা তেঞি অখণ্ডিত।। এতেকে কবযে প্রভু আখরে এ কহে। আমিত দেখি-যে এই বুঝ হযে নযে।। কামী জনেব দৈত্য এই স্ত্রীব দুবাত্মতা। ভাবেব মহত্ত্ব কহে নিবিড মমতা।। আত্মা-তে মমতা কহে এ না দেখ কেনে। ভগবান আপনে কামি গোপীর বচনে।।

তথাহি।

কেশ প্রসাধনং তত্র কামিন্যা কামিনাকৃতং।।

কাম ভজনা এই সুলভ স্বভাব। এ ভাব নহিলে তার কিছু নহে লাভ।। এই মত না হইলে কিবা তাব হব। এই মত হয়ে কাম ভাবের স্বভাব।। না হইলে

সেহ তবে নহে ভাব বশ। ভাবাধীন না হইলে কিছু নহে বস।। এ নিমিত্তে আপে প্রভু ভাব বশ হৈয়া। অধীনেব হেন ক্রীড়া কবে গোপী লঞা।। আর যত ভক্তি তাতে অধীনতা নাই। কৃষ্ণেব অধীন সবে কৃষ্ণ গোপী তেঞি।। কৃষ্ণেবে অধীন কবে ভাবের স্বভাবে। সেই সে জানযে অধীন হয় যেই লাভে।। এই ভক্তি সবা পব ভাগবতে লেখে। সামান্য মানুষ ইহা কেমনেতে দেখে।।

তথাহি।

ন তথা ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা লক্ষ্মীর্ব্বা শুক এব বা।
গোবিন্দস্য জগদ্বন্দ্যো যথা গোপীজন প্রিয় ।৪৭।
অসত্যমপি সংসারং তদ্ভক্তি সত্যতাং নয়েৎ।
গোপীনাং হৃদয়ানন্দ তমানন্দ মুপাস্মহে। ৪৮।

এই কথা পরীক্ষিত শুকদেব স্থানে। শুকদেবে পুছে রাজা সন্দেহ বচনে।। বৃন্দাবনেব বাস কথা কহে শুকদেবে। ধ্যানে অশ্লেষ গোপী পাইল প্রেমভাবে।

তথাহি।

তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতা।
জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনা।। ৪৯ ।।

তখন ছাড়িল তারা গুণময় দেহ। ক্ষীণ বন্ধন হৈল তার কৃষ্ণ সনে লেহ॥ শুনিয়া সন্দেহ রাজা হৃদয়ে বসাল। মধ্য কথাতে প্রশ্ন কথার মিশাল॥ উৎকণ্ঠা বাঢ়িল রাজা নারিল থাকিতে। কথার মধ্যে কথা প্রশ্ন সায় না হইতে॥

পরীক্ষিতোবাচ।

কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং নতু ব্রহ্মতযা মুনে।
গুণপ্রবাহো পরমস্তাসাং গুণধিয়াং কথং॥৫০॥

ব্রহ্ম বুদ্ধি নাহি কৃষ্ণে কান্ত করি মানে। গুণ বুদ্ধি ভজে গুণ নিবৃত্তি কেমনে॥ প্রবৃত্তি নিবৃত্তি দুই দোঁহাতে বিরোধ। গুণে গুণে উপজয়ে কেমনে এ বোধ॥ এ বড় সন্দেহ মোর বাড়িল হৃদয়। এই প্রশ্ন শুকদেব কৈল মহাশয়॥ ইহার সিদ্ধান্ত তবে শুকদেব দিল। শুনি পরীক্ষিত রাজা কিছু না বলিল॥

তথাহি।

উক্তং পুরস্তাদেতত্তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথাগতঃ।
দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষজ প্রিয়াঃ।৫১।

এইত সিদ্ধান্ত রাজা কিছু না বলিল। প্রবোধ কি অপ্রবোধ কিছু না কহিল॥ পুনঃ প্রশ্ন করে সেই রাজা পরীক্ষিত। রাসের বেলাতে কৃষ্ণ দেখে বিপ-

রীত।' প্রেম পরবশ কৃষ্ণ এ রাসবিলাস। গোপীগণ সঙ্গে করে এই সে বিলাস॥ বিহ্বল বিবশ কৃষ্ণ রাসরস রঙ্গে। দুই দেহ এক যেন হৈল অঙ্গে অঙ্গে॥ শুক মুখে শুনে এই কৃষ্ণের চরিত। মনে মনে গুণে রাজা শুনি বিপরীত॥ সন্দেহ বাঢ়িল রাজা হৃদয়ে তাহার। মধ্য কথাতে প্রশ্ন কৈল আরবার॥

শ্রীপরীক্ষিতোবাচ।

সংস্থাপনায ধর্ম্মস্য প্রশমাযেতরস্য চ।
অবতীর্ণোহি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ॥ ৫২॥
সকথং ধর্ম্মসেতূনাং বক্তাকর্ত্তাভি রক্ষিতা।
প্রতীপমাচরদ্ব্রহ্মন্ পরদারাভি মর্ষণং॥ ৫৩॥
আপ্তকামো যদুপতি কৃতবান্ বৈজুগুপ্সিতং।
কিমভিপ্রায এতন্ন সংশয়ং ছিন্দিসুব্রতঃ। ৫৪।

ধর্ম্ম সংস্থাপন হেতু অধর্ম্ম বিনাশে। পৃথিবীতে অবতার করে যার অংশে॥ সেই সর্ব্ব ধর্ম্ম-সেতু তাহার কর্ত্তা যে। নিন্দ্য কর্ম্ম পরদার করে কেনে সে॥ আপনে সে ভগবান স্বতন্ত্র জগদীশ। লোক জুগুপ্সিত কর্ম্ম এই বিমরিশ॥ কিবা অভিপ্রায প্রভু কৈল এই কর্ম্ম। সন্দেহ ঘুচাহ যদি কহ ইহার মর্ম্ম॥ বুদ্ধি অনুরূপ আমি অনুমানে কাহ। শুকদেব সিদ্ধান্তের বা ত হৈল এহি॥

শ্রীশুকোবাচ।

ধর্ম্মব্যতিক্রমোদৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসং।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেসর্ব্বভুজো যথা।৫৫।

শুকদেব কহে শুন রাজা পরীক্ষিত। ধর্ম্ম ব্যতিক্রম তুমি দেখ নিজ চিত॥ আত্তব দেখিলে সে সাহস ঈশ্বরের। না বুঝিয়া দেখ দোষ তোমার চিত্তের॥ তেজিয়ান দোষ এক কভু দোষ নয়। সর্ব্বভুক্ বহ্নি যথা সকল ভুঞ্জয়॥ এ কথার কি বুঝিলে প্রশ্নের সিদ্ধান্ত। কিবা তেজে তেজিয়ান কি কহে মহান্ত॥ তেজকে ধরে তারে বলি তেজিয়ান। তেজোময় ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ ভগবান॥

তত্র প্রমাণং।

এতেচাংশকলাঃ পুংসং কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
ইন্দ্রারি ব্যাকুলং লোকে মৃডয়ন্তি যুগে যুগে॥

ঈশ্বর বলিয়া আর কাহাকে বা বলে। এক মাত্র ঈশ্বর বইত্ব কেনে ধরে॥ সাহস কিবা তার কিবা অসাহস। বিবরি না কৈল কিছু দোষ কি না যশ॥ দোষকে না কল্প দোষ তেজিঞ মাত্র কবে। আর কিছু কাষ নাই কি বুঝ অন্তরে॥ এ কথার মোর হিয়া না ঘুচে সন্দেহ। কাহাকে পুছিব ইহা কহিব যে কেহ॥

নিজ হিয়া অনুমানি কহি তাহা শুন। প্রশ্নের সিদ্ধান্ত দুই কর অনুমান॥ ধর্ম্ম বিপর্য্যয় করি পরীক্ষিত দেখে। তাহার সিদ্ধান্ত শুন শুকদেব লেখে॥ ধর্ম্ম সংস্থাপন করি করে সেই প্রভু। অধর্ম্ম বিনাশয়ে আর নহে কভু॥ ত্রুটিবুদ্ধে জানি ধর্ম্মাধর্ম্ম হয় যে। বিচার করিয়া দেখ টুটে বাঢ়ে কে॥ ধর্ম্ম সংস্থাপন আর অধর্ম্ম বিনাশে। যুগে যুগে অবতার করে সেই অংশে॥ যার সংস্থাপন করে সেবা টুটে কেনে। যাহার বিনাশ করে সেবা বাঢ়ে কেনে॥ এতেক বলিয়ে শুন যে কিছু বিচার। ধর্ম্মাধর্ম্ম দোহাঁকার যে বিধি আচার॥ বেদে লেখে ধর্ম্ম বিধি কিবা সে অবিধি। অবিধিকে পালন বিধিকে ধর্ম্মবুদ্ধি॥ অবিধি স্বভাব ধর্ম্ম বিধি সে আহার্য্য। স্বভাব সে দূর নহে দেহের যে কার্য্য॥ আহার্য্য কেমতে হয় দেহের স্বভাব। স্বভাব নহিলে সে কিছু নহে লাভ॥ যত্নে না করিব পাপ আপনে উপজে। বেদের গৌরব এই পুনঃ নাহি যুচে॥ বেদ গূঢ় বুদ্ধি করি ব্রহ্মার গৌরবে। তেকারণে পাপ বুদ্ধি করি তাকে সবে॥ দেহ ধর্ম্ম সেই পাপ এই বুদ্ধি করি। এ নিমিত্ত অংশ অবতার করে হরি॥ দেহ ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবার তরে। বেদ বিধি ধর্ম্ম বলি সভাব অন্তরে॥

তথাহি।

তাবদ্রাগাদয়স্তেনা তাবৎ কারাগৃহং গৃহং।
তাবন্মোহোহংঙ্ঘ্রি নিগতো যাবৎ কৃষ্ণ ন তেজনা ৫৭

ভক্তিমার্গ বেদমার্গ না করে কেন ভেদ। অবৈদিক ভক্তিমাগ সংসার সে বেদ॥

অত্র প্রমাণং।

যদা যস্যান্ গৃহ্ণাতি ভগবানাত্ম ভাবিতঃ।
সহজাতি মতিংলোকে বেদেচ পরিনিষ্ঠিতাং ৫৮
শ্রুতি স্মৃতি উভেনেত্রে বিপ্রাণাং পরিকীর্ত্তিতে।
একেন বিকলস্কানোদ্বাভ্যাংমন্দ প্রকীর্ত্তিতঃ।৫৯।
যানাস্থায নরোবাজন্ প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ।
ধাবন্নিমীল্যবা নেত্রে নস্খলেন্নপতেদিহ॥ ৬০॥

এতেকে কহিল ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার। ব্যতিক্রম দেখি রাজা বেদের আচার॥ তেজিয়ান নাহি দোষ তেজের কি কথা। ইহার উপমা বহ্নি তেজোময় যথা॥ অগ্নি যেন আছে তাতে বলি অগ্নিবান। তেজ থাকিলে তাবে বলি তেজিয়ান॥ তেজে তেজিয়ান হয উপমা কেমতে। অনুমান কর দেখি আপন সহিতে॥ এ বোল বলিং শুক কহে আর শ্লোক। এখানে সে শ্লোক কেনে বুঝ সর্ব্ব লোক।

তথাহি।

নৈতৎসমাচরেজ্জাতু মনসাপিহ্যনীশ্বর।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্‌যথারুদ্রোহব্ধিজং বিষং।৬১।

অনীশ্বর জন পাছে আচবযে ইহা। দোষ নাহি বৈল আমি এ বোল শুনিযা॥ অধিকাবি নহে যদি কহে মূঢ তাতে। তৎ বিনাশ পায় হাসিতে খেলিতে॥ মহেশ খাইল বিষ জীর্ণ কৈল জ্ঞানে। জ্ঞান না জানিযা খাযে জীবেক কেমনে॥ অধিকাবী হয যদি এই তত্ব জানে। যেই কবে সেই সিদ্ধ মুক্ত সেই জনে॥ তাব পর আব শ্লোক শুন শুক কহে। সাবধান সর্ব্বলোক মন দেহ তাহে॥

তথাহি।

ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবা চবিতং ক্বচিৎ।
তেষাং যৎ স বচোযুক্তং বুদ্ধিমাং স্তত্তদাচবেৎ।৬২।

ঈশ্বব বচন সত্য আব আচবিত। তথৈব বাচিযা দিল দুইতে ক্বচিৎ॥ কোথাহ বচন সত্য কোথাহ আচরিত। অস্তর বাহিব তাতে কি কব পণ্ডিত॥ বুদ্ধিবানে ভাব দেই সেবা কোন বুদ্ধি। বুঝিতে বিষম বড ভক্তি মহোদধি॥ ভক্তিযোগে সুনির্ম্মল তাহাব আশয়। সেই সে বুঝয়ে এই কথাব হৃদয়॥ কুশল যে চাহে তার অকুশলে ভয়। এ কথায় তাহার ছুকিই কার্য্য নয়॥

আপন নিমিত্তে নাহি চাহি হিতাহিত। যে কিছু করয়ে সব কৃষ্ণের পিরিত॥ রাগাদি সম্ভব যত দেহের স্বভাব কৃষ্ণে সমর্পিয়া সব করে লাভালাভ॥ এতেক কহয়ে শুকদেব মহাশয়। অনুমান কর লোক হয় কিবা নয়॥ তা সভার নিজ বাণী ছাড়িতে কে পারে। যুক্তি যে উচিত ইহা ভেদ করিবারে॥

তথাহি।

কুশলাচরিতৈর্বেষাং মিহ স্বার্থো ন বিদ্যতে।
বিপর্য্যয়েণ বানর্থ নিরহঙ্কারিণাং প্রভো। ৬৩।
কিমুতাখিল সত্ত্বানাং তির্য্যঙ্মর্ত্ত্য দিবৌকসাং।
ঈশিতুশ্চেশিতব্যানাং কুশলাকুশলান্বয়ঃ॥ ৬৪॥
যৎপাদ পঙ্কজপরাগনিষেব তৃপ্তা,
যোগপ্রভাব বিধুতাখিল কর্ম্মবন্ধা।
স্বৈরংচরন্তি মুনয়োপিন নহ্যমানা,
স্তস্যেচ্ছায়াত্তবপুষঃ কুত এববন্ধঃ॥ ৬৫॥

পুনঃ আর এক শ্লোক কহে শুকাচার্য্য। ইহার ব্যাখ্যাতে দেখ কহে কোন কার্য্য॥ যার পদপঙ্কজ পরাগের গন্ধে। স্বচ্ছন্দে আচরে মুক্ত হৈয়া কর্ম্মবন্ধে॥ সেবকে নাহিক দোষ ঠাকুর আপনে। স্বেচ্ছাময় বপু

তার বন্ধ সে কেমনে। এ বোল বলিয়া শুক বলে আর শ্লোক। দন্তে তৃণ করি বলি শুন সর্ব্বলোক॥

তথাহি।

গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষামেব দেহিনাং।
যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষ এব ক্রীড়ন দেহভাক্॥৬৬॥

কিবা গোপী কিবা ভাব তার পতি কহি। অখিলে যতেক আর আছে সব দেহি॥ সভাকার অন্তরে আচরে সেই মুখ্য। সকল ইন্দ্রিয়গণে সেই সে অধ্যক্ষ। ক্রীড়াময় দেহ এই প্রভু ভগবান। সর্ব্বজনে এই শ্লোকের করয়ে বাখান। সভাকার অন্তরে আচরে সেই জনে। সেবা কেবা কেবা তার জানিব কেমনে। দৃশ্য নহে দৃশ্য নহে বুঝিতে বিষম। এ শ্যাম সুন্দর বলি বলে সর্ব্বজন॥ করপদ্ম পাদপদ্ম বদনারবিন্দ। সর্ব্ব অবয়ব পূর্ণ নাম গোবিন্দ॥ দেহ ধরে যত দেখি সকল সংসারে। তাহার অন্তরে কেনে কহয়ে প্রভুরে॥ অপ্রসঙ্গে এ প্রসঙ্গ কেনে কয় শুক। ইহার অন্তর গন্ধ কে বুঝিবে লোক॥ বুঝিতে বিষম বড় গর্ব্ব কেবা জানে। শুকদেব গাইলে পুছি কেমত বাখানে॥ অনুমানে যে কহিব কেবা নৈব তাহা। কিছু না বলিব আর বুঝিব বা কাহা॥ সুধাইলে হাসে কেহ না দেয় সিদ্ধান্ত আমি সে জানিয়ে বলে আমি সে মহান্ত॥ শুকের

সিদ্ধান্ত গর্ব্ব কেহো নাহি জানে। সকল সংসারে যেই তাহা সে বাখানে।। কিবা প্রশ্ন কৈল কিবা বৈল শুকদেব। প্রশ্ন সনে সিদ্ধান্তের নাহি নের দেব।। আপনার বুদ্ধি কেহো না পাবে ঠেলিতে। বুদ্ধি অনুরূপ বলে যেই লয় চিত্তে।। এ বোল বলিয়া শুক শেষ কথা কহে। দন্তে তৃণ ধরি বলি মন দেহ তাহে।।

তথাহি।

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিত।
ভজতে তাদৃশী ক্রীড়া যা শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ। ৮৭

স্বেচ্ছাময় প্রভু ধরে মানুষের দেহ। কেবল ভকত হেতু অনুগ্রহ সেহ।। ভজত তাদৃশী ক্রীড়া মানুষ যেমন। যা শুনিয়া সর্ব্বলোক ভজিব চরণ।। সিদ্ধান্ত করিয়া কহে রাজা পরীক্ষিতে। মুগ্ধ না হও বাপু কৃষ্ণের মায়াতে।। এই যে কহিল ক্রীড়া এই অনুগ্রহ। ইহা ছাড়ি কেমনে তার মায়া হয় গ্রহ।। সর্ব্বজন কৃপায় বিশেষ ভক্তজনে মায়াতে মুগ্ধ সেই সন্দেহ ধর মনে।। আমার বচনে তুমি করহ বিশ্বাস। আনন্দ হৃদয়ে কহে এ লোচন দাস।।

ইতি দুর্লভ সার গ্রন্থ সংপূর্ণ।